POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ
بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ○

এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হইয়াছে, তাহাদিগকে তুমি কখনও মৃত মনে করিও না। বরং তাহারা তাহাদের প্রভুর সন্নিধানে জীবিত, (এবং) তাহাদিগকে রিযক দেওয়া হইতেছে।

(আলে ইমরান:১৭০)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 7

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 13 ফেব্রুয়ারী, 2020 18 জামাদিউস সানি 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

সে জাঁকজমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হবে এবং তার সঞ্জিবনী-শক্তি ও পবিত্র আত্মার প্রসাদ বহুজনকে ব্যাধি মুক্ত করবে। সে শীঘ্রই বর্ধিত হবে, বন্দীদের মুক্তির কারণ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করবে। জাতিরা তার কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করবে। তখন তার আত্মিক কেন্দ্র আকাশের দিকে উত্তোলিত হবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত মহান ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, সর্বশক্তিমান খোদা যিনি পরম দয়ালু ও বার বার কৃপাকারী, আমাকে তাঁর ইলহামে সম্বোধন করে বলেছেন:

"আমি তোমার প্রার্থনা অনুযায়ী- তোমাকে একটি রহমতের নিদর্শন দিচ্ছি। আমি তোমার কান্না শুনেছি। এবং তোমার দোয়াসমূহকে অনুগ্রহ করে কবুল করেছি ্রবং তোমার সফরকে (হুশিয়ারপুর এবং লুধিয়ানা) তোমার জন্য কল্যাণময় করেছি।

"সুতরাং শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। বদান্যতা ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হচ্ছো। হে বিজয়ী! তোমার প্রতি সালাম। খোদা বলেছেন, যারা জীবন-প্রত্যাশী, তারা যেন মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি লাভ করে এবং যারা কবরের মধ্যে প্রোথিত, তারা বের হয়ে আসে, যাতে ইসলামের মর্যাদা লোকের কাছে প্রকাশিত হয় এবং সত্যতার যাবতীয় আশিসসমূহ উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা তার যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ন করে এবং মানুষ বুঝে যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং যারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং খোদার ধর্ম এবং কিতাব এবং তাঁর রসূলে পাক মহম্মদ (সাঃ) কে অস্বীকার করে এবং অসত্য মনে করে থাকে, তারা যেন একটি প্রকাশ্য নিদর্শন পায় এবং অপরাধীদের শাস্তির পথ পরিষ্কার হয়। "সুতরাং, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর এক সুদর্শন এবং পবিত্র-পুত্র তুমি লাভ করবে। সেই ছেলে তোমারই ঔরসজাত, তোমারই সন্তান হবে।"

"সুশ্রী, পবিত্র-পুত্র তোমার মেহমান আসছে। তার নাম আনমুয়ায়েল এবং সুসংবাদদাতাও বটে। তাকে পবিত্রাত্মা দেওয়া হয়েছে। সে কলুষ থেকে পবিত্র। সে আল্লাহর নূর। ধন্য, যে আকাশ থেকে আসে। তার সঙ্গে ফযল (বিশেষ কৃপা) আছে, যা তার আগমনের সাথে উপস্থিত হবে। সে জাঁকজমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হবে এবং তার সঞ্জিবনী-শক্তি ও পবিত্র আত্মার প্রসাদ বহুজনকে ব্যাধি মুক্ত করবে। সে 'কালিমাতুল্লাহ্'- আল্লাহ্‌তা'লার বাণী। কারণ খোদার দয়া ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাকে সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করেছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান' এবং গাম্ভীর্যশীল হবে। জ্ঞানে তাকে পরিপূর্ণ করা হবে। সে তিনকে চার করবে (এর অর্থ বুঝি নি) সোমবার শুভ সোমবার। সম্মানিত মহৎ, প্রিয়-পুত্র।

مَظْهَرُ الْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ - مَظْهَرُ الْحَقِّ وَالْعَلَاءِ - كَاَنَّ اللّٰهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَآءِ

"অর্থাৎ সত্যের বিকাশ স্থল ও সুউচ্চ, যেন আল্লাহ্ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন। তার আগমন বিশেষ কল্যাণময় হবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। জ্যোতিঃ আসছে, জ্যোতিঃ। খোদা তাকে তাঁর সন্তুষ্টির সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করেছেন। আমরা তার মধ্যে নিজ আত্মা দান করব এবং খোদার ছায়া তার মাথায় থাকবে। সে শীঘ্রই বর্ধিত হবে, বন্দীদের মুক্তির কারণ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করবে। জাতিরা তার কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করবে। তখন তার আত্মিক কেন্দ্র আকাশের দিকে উত্তোলিত হবে।

وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا অর্থাৎ এটাই আল্লাহর অটল মিমাংসা"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত ২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬)

নিয়মিত কুরআন করীম তিলাওয়াত করুন

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন:

" আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমরা আহমদী মুসলমানরা সব থেকে সৌভাগ্যবান মানুষ। কেননা যুগের ইমাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে মান্য করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে।.....এটি আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর আশিসময় এবং পরিপূর্ণ শরিয়তের মাধ্যমে আমাদের পথ-প্রদর্শন করে থাকেন, যা তিনি মহানবী (সা.)-এর উপর কুরআন করীম রূপে অবতীর্ণ করেছেন।..... অতএব কুরআন করীম অধ্যয়ন করা আমাদের সকলের জন্য আবশ্যক। কেননা, কুরআন আমাদেরকে সফলতা এবং মুক্তির দিকে পথ-প্রদর্শন করে। এটি সেই আ্যধাত্মিক জ্যোতিঃ যা আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়া শেখায়। এটিই আমাদের শিক্ষক এবং জীবন-বিধি।..... অতএব নিয়মিত তিলাওয়াত করার বিষয়টি আমাদেরকে সুনিশ্চিত করতে হবে এবং এও নিশ্চিত করতে হবে যে আমরা যেন এর নিগূঢ় তত্ত্বকে শেখার চেষ্টা করি এবং এর যাবতীয় শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করি। আজ যদি আমাদের মন-মস্তিষ্ক পূত ও পবিত্র হতে পারে এবং আমাদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সাধন সম্ভব হতে পারে, তবে তা কেবল আল্লাহ্ তা'লার বাণী পাঠ করে তা অনুধাবন করার মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। "

(যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ইজতেমা উপলক্ষ্যে সমাপনী ভাষণ, প্রদত্ত, ২৬ শে ডিসেম্বর, ২০১৬)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হযরত খলিফাতুল মসীহ খামিস (আইঃ)-এর নির্দেশাবলীর আলোকে লাজনা ইমাইল্লাহর তরবিয়্যতি দায়িত্বাবলী

বুশরা পাশা সাহেবা
সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্ ভারত

অনুবাদক: মির্যা ইনামুল কবীর, মুয়াল্লিম সিলসিলা

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ

(সূরা আলে ইমরান, 3:111)

অর্থাৎ : তোমরা সর্বোৎকৃষ্ট জাতি যাদেরকে মানুষের হিত সাধনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা সৎ কাজের উপদেশ দাও এবং অসৎ কাজ হতে মানুষকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো।

অতঃপর সূরা আলে ইমরানের ১১৪ নং আয়াতে বলেছেন :-

وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

(সূরা আলে ইমরান, 3:114)

অর্থাৎ : এবং সৎ কাজে পরস্পর অগ্রে গমনকারী এবং এরাই সৎ লোকেদের মধ্যে হতে।

২০০২ এর কানাডার জলসা সালানায় মহিলাদের নিকট বক্তৃতায় হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন :-

"আমি প্রখম থেকেই যখন হতে খোদাতা'লা আমাকে এই মহান পদে অধিষ্ঠিত করেছেন জামাতকে তরবিয়্যতি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, যদি আপনি নিজেদের এবং নিজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পৃথিবীর নোংরামি হতে সুরক্ষিত রাখতে চান তাহলে নিজের সংশোধনের প্রতি ও দৃষ্টিপাত করুন এবং নিজেদের সন্তানদেরও সেই নোংরামি হতে বাঁচানোর চেষ্টা করুন। আর এর জন্য তাদের সামনে উত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করুন। যেন বাচ্চারাও বড়দেরকে দেখে এমন পথের পথিক হয়, যা ধর্মের দিকে নিয়ে যাওয়ার পথ এবং যা আল্লাহতা'লার নৈকট্যদানকারী পথ, যা আল্লাতা'লার ভালোবাসাকে একত্রিত করার পথ এবং ফলশ্রুতিতে ইহকাল ও পরকালকে সৌন্দর্যদানকারী হবে।

প্রথমে আমি যে কোরান করীমের আয়াত পাঠ করেছি সেখানে আল্লাহতা'লা 'খায়রে উম্মত' শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার উদ্দেশ্য (এখন) জামাতে আহমদীয়ার সদস্যগণ। যার মধ্যে পুরুষ ও আছেন এবং মহিলারাও আছেন।

হজরত খলিফাতুল মসীহ্ খামিস (আইঃ) বলেন :-

"এখানে উম্মত শব্দ ব্যবহার হয়েছে। উম্মতে পুরুষ ও আছে এবং নারীরা ও আছে। এখানে যে ফরজ বা আবশ্যিকতা রয়েছে, তা যেরূপ পুরুষের প্রতি, অনুরূপ নারীদের প্রতিও।.....সুতরাং এই কথাটি সর্বদা স্মরণে রাখুন যে, যেভাবে পুরুষদের জন্য সৎ কাজ করা, সৎপথে চলা আবশ্যিক তেমনই মহিলাদের জন্যও, যুবতীদের জন্যও, বয়স্ক মহিলাদের জন্যও, কিশোরীদের জন্যও, নিজ-নিজ গণ্ডিতে সৎ কাজ করা এবং সদুপদেশ দেওয়া এবং মন্দ কর্ম থেকে দূরে থাকা এবং অন্যদেরকে দূরে রাখা আবশ্যক। .....সর্বদা স্মরণে রাখুন যে, নারীরাও খায়রে উম্মত বা শ্রেষ্ঠতম জাতির অংশ। হ্যাঁ তারা কোন্ মহিলা যারা খায়রে উম্মতের অংশ? যারা এ-কথাকে অনুধাবন করে যে, আমি মুসলমান এবং আমাকে সেই সকল কথার উপর আমল করতে হবে, যার নির্দেশ আমাকে দিয়েছেন।"

(সালানা ইজতেমা লাজনা ইমাইল্লাহ্ জার্মানি, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১১)

হুজুর লাজনা ইমাইল্লাহর সদস্যদেরকে তাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে বলেন :-

"আপনাদের সবার নিকট আমার এই বার্তা যে, লাজনা ইমাইল্লাহর সংগঠনের উদ্দেশ্যকে কখনও ভুলবেন না। লাজনা ইমাইল্লাহর উদ্দেশ্যাবলীর সাথে নিজের সন্তানদের তরবিয়্যত করা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। এর প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক আহমদী নারীর দায়িত্ব। পদাধিকারী লাজনারাও এ-বিষয়ে পূর্ণ প্রচেষ্টা করুন। কিন্তু প্রকৃত দায়িত্ব মায়েদের। যাদের নিকট সন্তানদের বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত হয়। যদি মায়েরা নিজেদের দায়িত্ব পালন না করেন তাহলে ছেলে-মেয়েরা নিজেদের পরিবেশ হতে অথবা স্কুল হতে সেই সমস্ত কথা শিখবে যা ইসলামী রীতি ও মর্যাদার বিরুদ্ধে। তাই বিশেষভাবে মেয়েদের যারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মা হবে, শৈশব হতে তাদের ইসলামী শিক্ষানুসারে লালন-পালন করুন। এই দায়িত্ব জেহাদের দায়িত্ব হতে কম নয়। যদি মেয়েদের তরবিয়্যত উত্তম হয় তাহলে ভবিষ্যতে সৎ প্রজন্ম সৃষ্টি হবে।"

(পয়গাম সালানা ইজতেমা লাজনা ইমাইল্লাহ্ ও নাসেরাতুল আহমদীয়া ভারত ২০০৩)

আমাদের সর্বদা স্মরণে রাখা উচিত যে, আমরা আহমদী নারী। আল্লাহতা'লা আমাদেরকে এক মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। যখন আমরা আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করব, তখনই আমরা আমাদের দায়িত্বাবলীকে উত্তমরূপে পালন করতে পারব। আমাদের জীবনের আসল উদ্দেশ্য খোদাকে চেনা। খোদার প্রতি পূর্ণ ও দৃঢ় বিশ্বাস রাখা এবং তার ইবাদত করা, তার নির্দেশাবলীর উপর আমল করা। আল্লাহতা'লা কুরান করীমে বলেন : -

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই এবং বিশ্বাসীদের আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা থাকা উচিত।

হজরত আকদাস মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন :

"স্মরণে রেখো যে, প্রকৃত তৌহিদ বা একত্ববাদ যা খোদা আমাদের নিকট হতে প্রত্যাশা করেন এবং যার স্বীকারোক্তির সঙ্গে মুক্তি সংযুক্ত রয়েছে তা এই যে, খোদাতা'লাকে নিজ সত্ত্বায় প্রত্যেক বস্তু হতে, তা মূর্তি হোক বা মানুষ, সূর্য হোক বা চাঁদ, অথবা নিজ ইচ্ছা বা নিজের ধূর্ত প্রচেষ্টা তাকে সর্ব্বোপরি জ্ঞান করা এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন সর্বশক্তিমান স্থির না করা, কোন রিযিকদাতা মান্য না করা, কোন সম্মান দানকারী ও সম্মান হননকারী জ্ঞান না করা, কোন সাহায্যকারী স্থির না করা। আর দ্বিতীয়ত এই যে, নিজের প্রেম নিবেদন তার সঙ্গেই একনিষ্ঠ করা, স্বীয় ইবাদত শুধুমাত্র তার জন্যই করে নেওয়া, নিজের বিনয়াভাব তার জন্যই একনিষ্ঠ করা, নিজের আশা-আকাঙ্খা তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা, নিজের ভয়-ভীতি তার জন্যই বিশেষ করে নেওয়া" *(সীরাজ উদ্দিন খ্রীষ্টানের চারটি প্রশ্নের উত্তর)*

হজরত খলিফাতুল মসীহ্ খামিস বলেন :-

"হজরত মসীহে মাওউদ (আঃ) আমাদেরকে যে মানে আনতে চান তার মধ্য হতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী বিষয় হল এক খোদার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং প্রত্যেক বিষয়ে তারই প্রতি আস্থা রাখা। যখন আপনার অন্তর এই বিশ্বাসে পূর্ণ হয়ে যাবে যে, খোদাতা'লা ব্যতিরেকে অন্য কোন উপাস্য নেই এবং তিনিই একমাত্র সত্ত্বা যার নিকট প্রত্যেক বিষয়ে ঝুঁকতে হবে, প্রতিটি প্রয়োজনে তার দরবারে উপস্থিত হতে হবে। প্রয়োজন ছাড়াও তার ইবাদত তার নির্দেশানুসারে করতে হবে। তার নিকটই যাচনা করতে হবে। তারই উপর আস্থা রাখতে হবে। তাহলে এ-ধরনের নারীদের সম্পর্কে আল্লাহতা'লা নিশ্চয়তা দিয়ে রেখেছেন যে, এরা সফলকাম হবে। এবং একই সঙ্গে এ-কথারও নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন যে, আহমদীয়াতের নতুন প্রজন্ম সৎকর্মে অগ্রগামী এবং স্বীয় খোদার প্রতি ঈমান আনয়নকারী হবে। সেই সমস্ত কথার প্রতি আমলকারী হবে যা খোদা ও তাঁর রসূল নির্দেশ দিয়েছেন।"

(জলসা সালানা কাদিয়ান ২০০৫)

আবার হুজুর আনোয়ার (আইঃ) লাজনা সদস্যগণকে আত্ম সমীক্ষা করার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন :-

"আত্ম সমীক্ষা করতে থাকুন যে, খোদাতা'লার একত্ববাদের প্রতি আপনার কি পরিমাণ বিশ্বাস আছে .....আপনার ঈমানে ও আপনার অন্তরে একথা কতটুকু প্রবেশ করেছে যে, যে পরিস্থিতিই হোক না কেন আমরা আল্লাহতা'লার ইবাদত এবং এই কথার প্রতি আস্থা রেখেই চলব। বর্তমানে আমরা নিজেদের পরিবেশে সর্বত্র দেখতে পাই মানুষ খোদাকে ভুলে গেছে। ধর্মের প্রতি খুব কম দৃষ্টি রয়েছে। তিনি বলেন যে, আমার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় যারা আমার সঙ্গে সাক্ষাত করে আমি তাদের সমীক্ষা করতে থাকি। কখনো কখনোও সেই সমীক্ষা হতে এবং অনেক রিপোর্ট হতে একথা অনুধাবন করা যায় যে, যেভাবে একজন আহমদীকে ইবাদতকারী হওয়া উচিত, যেরূপে একজন আহমদীকে খোদাতা'লার সত্ত্বার প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা রাখা উচিত সেই মান নীচে নেমে যাচ্ছে। উন্নয়নশীল জাতি পায়রার ন্যায় চোখ বন্ধ করে এ কথা বলে না যে, বিড়ালও হয়ত আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। বরং নিজের দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত যেন সংশোধনের সুযোগ পাওয়া যায়।"

তিনি বলেন যে, যখন আপনারা আবেদাত বা ইবাদতকারীনী হয়ে তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবেন, তার প্রতি ভরসা করবেন তাহলে যেমন তিনি অঙ্গীকার করেছেন অনুরূপভাবে তিনি আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যবস্থাও তৈরী করে দেবেন। এবং পার্থিব উন্নতির ব্যবস্থাও করে দেবেন।"

(বক্তৃতা জলসা সালানা কাদিয়ান ২০০৫)

হুজুর মায়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন : -

"আমি আহমদী মায়েদেরকে বিশেষভাবে এ-বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, তারা তাদের ছোট্ট সন্তানদের মধ্যে খোদার উপাসনার উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকুন।.....এ-কথার চেষ্টা করুন যে,

এরপর শেষের পাতায়.....

জুমআর খুতবা

হে আনসাদের দল! তোমরা কি এতে আনন্দিত নও যে, মানুষ ছাগল-ভেড়া এবং উট নিয়ে যাবে আর তোমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.) -কে সাথে নিয়ে নিজেদের বাড়িতে ফিরবে? এরপর তিনি (সা.) বলেন, সেই সত্তার কসম! যার করায়ত্বে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণ, যদি হিজরত না হতো তাহলে আমি আনসারদেরই একজন হতাম আর যদি সব মানুষ এক উপত্যকা দিয়ে যায় আর আনসাররা অন্য উপত্যকা দিয়ে যায় তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকাকেই বেছে নিব। হে আল্লাহ্! তুমি আনসারদের প্রতি কৃপা কর এবং আনসারদের সন্তানদের প্রতি এবং আনসারদের সন্তানদের সন্তানদের প্রতিও (তুমি দয়া কর)।

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক বদরী সাহাবী হযরত সাআদ বিন উবাদা (রা.)-এর পবিত্র জীবনী সম্পর্কে আলোচনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ মুবারক, ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড ,(ইউকে) থেকে প্রদত্ত ১০ জানুয়ারী , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (১০ সুলাহ, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: গত জুমুআর খুতবায় ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণার ক্ষেত্রে আমি বিভিন্ন দেশের জামা'তগুলোর যে অবস্থান বর্ণনা করেছিলাম তাতে বলেছিলাম, যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন জামা'তের মধ্যে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রথম স্থানে রয়েছে ইসলামাবাদ জামা'ত; কিন্তু পরবর্তীতে এ বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয়েছে যে, এই তথ্য ভুল ছিল। প্রথম স্থানে রয়েছে অল্ডারশট জামা'ত আর ইসলামাবাদ জামা'ত রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। কীভাবে (এই ভুল) হয়েছে এবং কেন হয়েছে এর ব্যাখ্যায় আমি যেতে চাই না। যাহোক, এই সংশোধনীর প্রয়োজন ছিল তাই আমি সর্বাগ্রে এটিকেই নিয়েছি।

অল্ডারশট জামা'ত অনেক কুরবানী বা ত্যাগ স্বীকার করছে, মাশাআল্লাহ্। আর বিশেষভাবে লাজনা ইমাইল্লাহ্ অল্ডারশট এর প্রেসিডেন্ট আমাকে লিখেছেন যে, কীভাবে কতেক মহিলা অসাধারণ কুরবানী করেছেন। তাদের কুরবানী বা ত্যাগের স্পৃহা দৃষ্টান্তপূর্ণ। আল্লাহ্ তা'লা তাদের ধনসম্পদ এবং জনবলে বরকত দান করুন। গত খুতবায় আমি সাধারণত দরিদ্রদের এবং দরিদ্র দেশসমূহে বসবাসকারীদের কুরবানীর বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম যেন ধনীদের মধ্যেও এই চেতনা সৃষ্টি হয় আর তারাও যেন কুরবানীর মর্ম অনুধাবন করে; নতুবা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এসব উন্নত দেশেও অনেক এমন মানুষ আছেন যারা জাগতিক চাহিদা বা প্রয়োজনাদিকে উপেক্ষা করে কুরবানী করে থাকেন। যাহোক, আমি যেমনটি বলেছি, যুক্তরাজ্যের জামা'তগুলোর মধ্যে ওয়াকফে জাদীদের (চাঁদা সংগ্রহের) ক্ষেত্রে তালিকার শীর্ষে রয়েছে অল্ডারশট জামা'ত।

এবার আমি আজকের খুতবার বিষয়বস্তুর দিকে আসছি, তা হলো ধারাবাহিকভাবে বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ। গত খুতবার আগের (খুতবায়) হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)'র স্মৃতিচারণ হচ্ছিল আর কিছুটা বাকি রয়ে গিয়েছিল। আজও তারই স্মৃতিচারণ করব কিন্তু এক্ষেত্রেও একটি উদ্ধৃতির সংশোধনীর প্রয়োজন রয়েছে, যা গত খুতবায় আমি বর্ণনা করেছিলাম। অনুভূত হওয়া সত্ত্বেও যারা উদ্ধৃতি প্রেরণ করেন আমি তাদের কাছে তা উল্লেখ করিনি, কিন্তু রিসার্চ সেল-এ কর্মরত আমাদের কর্মীরা নিজেরাই অনুভব করেছে এবং এই সংশোধনী প্রেরণ করেছে। যাহোক, এর ফলে আমারও যে ভুল ধারণা ছিল, তা-ও দূর হয়ে গেছে। মাশাআল্লাহ্ (তারা) নিজেদের পক্ষ থেকে অনেক পরিশ্রম করে এসব উদ্ধৃতি খুঁজে বের করেন কিন্তু কখনো কখনো তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে এমন উদ্বৃতি উপস্থাপন করেন যা দু'জন সাহাবীর সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনাকে এক করে ফেলে বা গুলিয়ে ফেলে। অনুরূপভাবে অনেক সময় আরবী বাক্যাবলীর অনুবাদের ক্ষেত্রেও সঠিক শব্দচয়ন না করার কারণে বাস্তবতা বা বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় না। যাহোক, এর বরাতে এখন তারা নিজেরাই সংশোধন করে পাঠিয়েছে, যা আমি প্রথমে বর্ণনা করবো এবং এরপর বাকি স্মৃতিচারণ হবে।

২৭শে ডিসেম্বরের খুতবায় হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)'র পরিচিতিতে একথা বর্ণিত হয়েছিল যে, "মহানবী (সা.) হযরত সা'দ এবং তুলায়েব বিন উমায়ের (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করেন– যিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় এসেছিলেন। আর ইবনে ইসহাকের মতে মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ এবং হযরত আবু যার গিফ্ফারী (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন রচনা করিয়েছিলেন, কিন্তু অনেকের এ বিষয়ে দ্বিমতও রয়েছে। ওয়াক্দী এটি অস্বীকার করেছেন, কেননা, তার মতে মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের পূর্বে সাহাবীদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন আর হযরত আবু যার গিফ্ফারী (রা.) তখন মদিনায় উপস্থিত ছিলেন না, এমনকি তিনি (মদিনায়) আসেনও নি। এছাড়া বদর, উহুদ এবং পরিখার যুদ্ধেও যোগদান করেন নি, বরং এসব যুদ্ধের পর তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়েছিলেন। (আমি একথাই বলেছিলাম যে,) এ হলো তার যুক্তি। যাহোক, আসল বিষয়টি এরূপ নয়। ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের এই উল্লেখ মূলত হযরত মুনযের বিন আমর বিন খুনাইস এর প্রসঙ্গে ছিল।

(উসদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ : ২৫৮)

যে গ্রন্থ থেকে এই (উদ্ধৃতি) সংগ্রহ করা হয়, রিসার্চ সেল (এর কর্মীরা) স্বয়ং লিখেছে যে, সেখানে তাঁর সাথে হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)'-এরও উল্লেখ ছিল, কাজেই রিসার্চ সেল এর পক্ষ থেকে ভুলক্রমে এই বাক্য হযরত সা'দ এর বরাতেও বর্ণনা করা হয়েছে বা লিখে দেওয়া হয়েছে, যদিও হযরত মুনযের বিন আমর (রা.)'র স্মৃতিচারণে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের এই উল্লেখ রয়েছে, যা আমি গত বছরের শুরুতে ২৫শে জানুয়ারির খুতবায় সবিস্তারে বর্ণনা করেছি। যাহোক, এটি ছিল একটি সংশোধনী। এরপর যে আলোচনা চলছিল তা হলো, খন্দক বা পরিখার যুদ্ধের ঘটনা যখন ঘটে তখন মহানবী (সা.) উয়েইনা বিন হিসন-কে মদিনার এক তৃতীয়াংশ খেজুর প্রদানের প্রস্তাব সম্পর্কে প্রণিধান করেন এই শর্তে যে, গাতফান গোত্রের যেসব মানুষ তার সঙ্গে আছে, সে তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। সবাইকে বাদ দিয়ে মহানবী (সা.) শুধুমাত্র হযরত সা'দ বিন মুআয এবং হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)'র কাছে (এ বিষয়ে) পরামর্শ কামনা করেন। তখন তারা উভয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমনটি করার নির্দেশ পেয়ে থাকেন তাহলে আপনি এভাবেই করুন। আর যদি এমনটি না হয় তাহলে খোদার কসম! আমরা তরবারি বৈ (তাদেরকে) কিছুই দেব না, অর্থাৎ আমরা আমাদের অধিকার আদায় করব। তাদের কপটতা এবং অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে মহানবী (সা.) যা (শাস্তি) দেন অথবা এর যে শাস্তি নির্ধারিত তারা তা-ই পাবে। মহানবী (সা.) বলেন, আমাকে কোন কিছুর নির্দেশ দেওয়া হয় নি, আমি তোমাদের সামনে যা বলেছি তা আমার ব্যক্তিগত অভিমত। (তখন) তারা উভয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! অজ্ঞতার যুগেও এরা আমাদের কাছে এরূপ প্রত্যাশা রাখে নি, তাহলে আজ কীভাবে (এটি সম্ভব) যখন আল্লাহ্ আমাদেরকে আপনার মাধ্যমে হিদায়েত দিয়েছেন বা সুপথ দেখিয়েছেন। অর্থাৎ, পূর্বে যে রীতি অনুসৃত হচ্ছিল আজ তাদের সাথেও তা-ই করা হবে। মহানবী (সা.) তাদের উভয়ের এই উত্তর শুনে আনন্দিত হন।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ : ৪৪২)

এর বিস্তারিত বিবরণ খন্দকের যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনায় হযরত মির্যা বশীর

আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে উল্লেখ করেছেন-

"এ দিনটি মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক, উৎকণ্ঠা এবং আশঙ্কাজনক দিন ছিল। আর এই অবরোধ যত দীর্ঘায়িত হচ্ছিল মুসলমানদের প্রতিরোধ শক্তি অবশ্যই দুর্বল হয়ে পড়ছিল। যদিও তাদের হৃদয় বিশ্বাস ও নিষ্ঠায় সমৃদ্ধ ছিল কিন্তু শরীর যেহেতু প্রাকৃতিক বিধান (অনুযায়ী) উপকরণের ওপর নির্ভরশীল তাই তা দুর্বল বা ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। অর্থাৎ দেহের বিভিন্ন চাহিদা রয়েছে। বিশ্রাম এবং খোরাকের প্রয়োজন রয়েছে। অবরোধ দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণে অবিশ্রামও ছিল, খোরাকের চাহিদাও যথাযথভাবে পূর্ণ হচ্ছিল না, এজন্য ক্লান্তি-শ্রান্তিও দেখা দিচ্ছিল, দুর্বলতাও সৃষ্টি হচ্ছিল, (কেননা) দেহের জন্য এগুলো হলো প্রকৃতিগত চাহিদা। মহানবী (সা.) যখন এরূপ অবস্থা অবলোকন করেন তখন তিনি আনসাদের নেতা সা'দ বিন মুআয এবং সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-কে ডেকে তাদেরকে এই অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং পরামর্শ কামনা করেন যে, এই অবস্থায় আমাদের কী করা উচিত? অর্থাৎ মুসলমানদের ও দরিদ্রদের অবস্থা এমন হচ্ছে আর পাশাপাশি নিজের পক্ষ থেকে একথা বলেন যে, যদি তোমরা চাও তাহলে এটিও হতে পারে যে, গাতফান গোত্রকে মদিনার রাজস্ব হতে কিছু অংশ দিয়ে এই যুদ্ধ রহিত করা যায়। সা'দ বিন মুআয এবং সা'দ বিন আবি উবাদাহ্ (রা.) সহমত হয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এ সম্পর্কে যদি আপনার প্রতি খোদার কোন ওহী হয়ে থাকে তাহলে তা-ই শিরোধার্য; এমন পরিস্থিতিতে আপনি অবশ্যই সানন্দে সেই পরামর্শ অনুসারে কাজ করুন। তিনি (সা.) বলেন, না; এ সম্পর্কে আমার প্রতি কোন ওহী হয় নি, আমি তো শুধু আপনাদের কষ্টের কারণে পরামর্শ হিসেবে (এটি) জানতে চাচ্ছি। তখন উভয় সা'দ উত্তর দেন যে, তাহলে আমাদের পরামর্শ হলো, আমরা যখন মুশরিক অবস্থায়ই কখনো কোন শত্রুকে কিছু দিই নি তাহলে এখন মুসলমান হয়ে কেন দেব? অর্থাৎ সেখানে তাদের যে প্রচলিত বিধান রয়েছে এখনও সে মোতাবেক কাজ হবে। এরপর তারা বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তাদেরকে তরবারির তীক্ষ্ণ (আঘাত) ছাড়া আর কিছুই দেব না। মহানবী (সা.)-এর যেহেতু আনসরাদের কারণেই দুশ্চিন্তা ছিল আর অন্যরাও যেহেতু সেখানে বসবাস করছে তাই আনসারদের ভেতর যেন কোনরূপ অনুযোগ সৃষ্টি না হয় অথবা দীর্ঘ অবরোধের কারণে কোন দ্বিধাদ্বন্দ বা উৎকণ্ঠা (সৃষ্টি না হয়), যারা মদিনার আসল বাসিন্দা সেসব আনসারের ব্যাপারেই দুশ্চিন্তা ছিল, আর এই পরামর্শ নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর (সা.) উদ্দেশ্যও সম্ভবত এটিই ছিল যে, আনসারদের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যে, তারা এই বিপদাপদে আবার উদ্বিগ্ন নয় তো? যদি তারা উদ্বিগ্ন হন তাহলে তাদের মনস্তুষ্টি করা হোক। তাই তিনি (সা.) সানন্দ্যে তাদের এই পরামর্শ গ্রহণ করেন, এরপর যুদ্ধও বলবৎ থাকে।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫৮৯-৫৯০)

খন্দকের যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে সীরাত খাতামান্নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) কুরায়যা গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতার উল্লেখ করে বলেন,

"আবু সুফিয়ান এই কূটকৌশল অবলম্বন করে যে, বনু নযীর গোত্রের ইহুদী নেতা হুঈ বিন আখতাবকে নির্দেশ দেয়, সে যেন রাতের আঁধারে বনু কুরায়যার দুর্গ অভিমুখে যায় আর তাদের নেতা কা'ব বিন আসাদ এর সাথে মিলিত হয়ে বনু কুরায়যাকে নিজেদের দলে ভিড়ানোর চেষ্টা করে। অতএব, হুঈ বিন আখতাব সুযোগ বুঝে কা'ব এর বাড়িতে পৌঁছে। প্রথমে তো কা'ব তার কথা শুনতে অস্বীকার করে এবং বলে, মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে আমাদের দৃঢ় চুক্তি বা অঙ্গীকার রয়েছে আর মুহাম্মদ (সা.) সর্বদা পরম বিশ্বস্ততার সাথে স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন, তাই আমি তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না। কিন্তু হুঈ তাকে এমন প্রলোভন দেখায় এবং অচিরেই ইসলামের নিশ্চিহ্ন বা ধ্বংস হওয়ার এরূপ নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং তার এই অঙ্গীকার, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন না করবো ততক্ষণ আমরা মদিনা থেকে ফিরে যাবো না- এমন জোরালোভাবে বর্ণনা করে যে, অবশেষে সে সম্মত হয় আর এভাবে বনু কুরায়যার শক্তিও তাদের অনুকূলে এসে যুক্ত হয়। (যে বাইরে থেকে এই শক্তিকে প্রলুব্ধ করতে এসেছিল, যারা পূর্বেই শক্তিতে বলীয়ান ছিল।) তাদের কাছে পূর্বেই অনেক জাগতিক শক্তি ছিল। বনু কুরায়যাহ্‌র এই চরম বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে যখন মহানবী (সা.) জ্ঞাত হন তখন তিনি প্রথমে ২-৩বার একান্ত গোপনে যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-কে অবস্থা জানার জন্য প্রেরণ করেন এরপর রীতিমত অওস এবং খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআয, সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) এবং অন্যান্য প্রভাবশালী সাহাবীদের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধিদল বনু কুরায়যা-র কাছে প্রেরণ করেন আর তাদেরকে এই তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দেন যে, যদি কোন আশঙ্কাজনক সংবাদ থাকে তাহলে ফিরে এসে প্রকাশ্যে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে না বরং আকার-ইঙ্গিতে কাজ করবে যাতে সাধারণ্যে বা মানুষের মাঝে ত্রাস বা শঙ্কা সৃষ্টি না হয়। তারা যখন বনু কুরায়যার নিবাসে পৌঁছেন এবং তাদের নেতা কা'ব বিন আসাদ এর কাছে যান তখন সেই দুর্ভাগা তাদের সঙ্গে চরম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আর সা'দাঈন অর্থাৎ উভয় সা'দ তাদের পক্ষ থেকে চুক্তির কথা উল্লেখ করলে সে এবং তার গোত্রের লোকেরা দম্ভভরে বলে, 'যাও মুহাম্মদ (সা.) এবং আমাদের মাঝে কোন চুক্তি নেই'। একথা শোনার পর সাহাবীদের দলটি সেখান থেকে উঠে চলে আসে আর সা'দ বিন মুআয এবং সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে যথারীতি মহনবী (সা.)-কে অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত করেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫৮৪-৫৮৫

যাহোক, এরপর তারা যে শাস্তি-ই পাওয়ার ছিল অথবা যুদ্ধ হচ্ছিল, তা চলতে থাকে। বনু কুরায়যা-র যুদ্ধের সময় হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) অনেকগুলো উটের ওপর খেজুর বোঝাই করে মহানবী (সা.) ও মুসলমানদের জন্য প্রেরণ করেন, যা তাঁদের সবার আহার্য ছিল। তখন মহানবী (সা.) বলেছিলেন, খেজুর কতই না উত্তম খাদ্য!

(সুবালুল হুদা ওয়ার রুশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬)

অষ্টম হিজরী সনের জমাদিউল উলা মাসে সংঘটিত মু'তার যুদ্ধে হযরত যায়েদ (রা.) শহীদ হলে মহানবী (সা.) তার পরিবারের কাছে সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য যান। তখন তার মেয়ে উক্ত দুঃখকষ্ট ও বেদনার কারণে কাঁদতে কাঁদতে মহানবী (সা.)-এর কাছে আসলে মহানবী (সা.)ও অনেক কাঁদতে থাকেন। তখন হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এটি কী? তিনি (সা.) বলেন, **'হাযা শওকুল হাবীবে ইলা হাবীব।"** অর্থাৎ, এটি এক প্রেমাস্পদের তার প্রেমিকের প্রতি ভালোবাসা। (আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪)

সহীহ্ বুখারীর আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে। পূর্বেরটি সহীহ্ বুখারীর ছিল না, সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েতটি হলো, হিশাম বিন উরওয়া তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন, (হুযূর বলেন,) এটি অন্য একটি ঘটনা এবং সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েত থেকে সংগৃহীত, হিশাম বিন উরওয়া তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন কুরাইশরা এই সংবাদ পায় আর আবু সুফিয়ান বিন হার্‌ব, হাকীম বিন হিযাম এবং বুদায়েল বিন ওরাকা মহানবী (সা.)-এর সন্ধানে বের হয় এবং মাররুয্ যাহরান নামক স্থ ানে পৌঁছে। মাররুয্ যাহরান মক্কা অভিমুখে একটি স্থান যেখানে বহু ঝর্ণা এবং খেজুর বাগান রয়েছে। এটি মক্কা থেকে পাঁচ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। যাহোক, তারা যখন সেখানে পৌঁছে তখন তারা দেখে যে, অনেক আগুন প্রজ্জ্বলিত রয়েছে যেমনটি হজ্জের সময় আরাফাত প্রান্তরের সামনে হয়ে থাকে। আবু সুফিয়ান বলে, এগুলো কী? এমন মনে হচ্ছে যেন (আমরা) আরাফাতের সামনে রয়েছি। বুদায়েল বিন ওরাকা বলে, বনু আমর এর আগুন মনে হচ্ছে কিংবা খুযাআ গোত্রের। আবু সুফিয়ান বলে, আমর গোত্রের সংখ্যা এর চেয়ে অনেক কম। এরই মাঝে মহানবী (সা.)-এর প্রহরীদের কয়েকজন তাদেরকে দেখে ফেলে এবং তাদের তিন জনকে বন্দি করে মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিয়ে আসে। আবু সুফিয়ান তখন ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) যখন মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন তখন তিনি হযরত আব্বাস (রা.)-কে বলেন, আবু সুফিয়ানকে পাহাড়ী গিরিপথে আটকে রেখো, যেন সে মুসলমানদের দেখতে পায়। অতএব হযরত আব্বাস (রা.) তাকে আটকে রাখেন। বিভিন্ন গোত্র মহানবী (সা.)-এর সাথে অতিক্রম করতে থাকে। সেনাদলের এক একটি দল আবু সুফিয়ানের সম্মুখ দিয়ে যেতে থাকে। একটি দল যখন অতিক্রম করে তখন আবু সুফিয়ান বলে, আব্বাস! এরা কারা? তিনি বলেন, এরা গাফফার গোত্রের লোক। আবু সুফিয়ান বলে, গাফফারের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। অতঃপর জুহায়না গোত্রের লোকেরা অতিক্রম করলে আবু সুফিয়ান একই কথা বলে। এরপর সা'দ বিন হুযায়েম গোত্রের লোকেরা অতিক্রম করলে পুনরায় সে একই কথা বলে। এরপর সুলায়েম গোত্রের লোকেরা অতিক্রম করলে তখনও সে একই কথা বলে। অবশেষে এমন এক দল আসে যেমনটি সে কখনো দেখে নি। আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করে এরা

যুগ ইমাম-এর বাণী

"সর্বদা সত্যের সঙ্গ দাও।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

কারা? হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, এরা আনসার আর তাদের নেতা হলেন, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্, যার কাছে পতাকা রয়েছে। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (তাকে) ডেকে বলেন, আবু সুফিয়ান! আজকের দিন প্রচণ্ড যুদ্ধের দিন। আজ কাবা'য় যুদ্ধ করা বৈধ। আবু সুফিয়ান একথা শুনে বলে, আব্বাস! ধ্বংসের এই দিনটি কতই না উত্তম হতো যদি মোকাবিলার সুযোগ পাওয়া যেত। অর্থাৎ আমি যদি অপর পক্ষে থাকতাম অথবা আমিও যদি সুযোগ পেতাম, তিনি যেহেতু ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন (তাই) এদিকে থাকার কারণে (এ বাসনা প্রকাশ করেন)। এরপর সেনাবাহিনীর আরেকটি দল আসে এবং এটি সব দলের চেয়ে ছোট ছিল। তাদের মাঝে মহানবী (সা.)ও ছিলেন এবং তাঁর সাথে মুহাজিরগণ ছিলেন। আর মহানবী (সা.)-এর পতাকা হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম-এর কাছে ছিল। মহানবী (সা.) যখন আবু সুফিয়ানের পাশ দিয়ে যান তখন আবু সুফিয়ান বলে, আপনি কি জানেন না যে, সা'দ বিন উবাদাহ্ কী বলেছে? তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কী বলেছে? সে বলে, এই এই (কথা) বলেছে, অর্থাৎ তিনি (রা.) যে শব্দ ব্যবহার করেছিলেন (সে তা উল্লেখ করে)। তিনি (সা.) বলেন, সা'দ ঠিক করে নি। বরং এটি সেই দিন যাতে আল্লাহ্ তা'লা কাবা'র সম্মান প্রতিষ্ঠিত করবেন আর কাবার ওপর গিলাফ চড়ানো হবে, কোন যুদ্ধ হবে না। (সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী)

এই ঘটনাটি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কিছুটা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। সেই বিবরণ হলো, যখন সেনাবাহিনী মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হয় তখন মহানবী (সা.) হযরত আব্বাস (রা.)-কে নির্দেশ প্রদান করেন যে, কোন সড়কের প্রান্তে আবু সুফিয়ান এবং তার সঙ্গীদের নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো যেন সে ইসলামী বাহিনী এবং তাদের আত্মোৎসর্গ প্রত্যক্ষ করতে পারে। হযরত আব্বাস (রা.) তা-ই করেন। আবু সুফিয়ান এবং তার সঙ্গীদের সামনে দিয়ে একের পর এক আরবের গোত্রগুলো অতিক্রম করতে থাকে যাদের সাহায্যের ওপর মক্কা ভরসা করে ছিল। অর্থাৎ মক্কার লোকেরা ভাবছিল, তারা সাহায্য করবে, অথচ (এদিন) তাদের সবাই মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিল। কিন্তু আজ তারা অর্থাৎ সেসব গোত্র কুফরির পতাকা বহন করছিল না বরং আজ তারা ইসলামের পতাকা বহন করছিল। আর তাদের মুখে সর্বশক্তিমান খোদার একত্ববাদের জয়ধ্বনি ছিল। তারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রাণ হরণের জন্য অগ্রসর হচ্ছিল না, যেমনটি মক্কার লোকেরা প্রত্যাশা রাখতো, বরং তারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য নিজেদের রক্তের শেষ বিন্দুটুকু বিলিয়ে দিতেও প্রস্তুত ছিল। আর তাদের পরম বাসনা এটিই ছিল যে, তারা যেন এক-খোদার একত্ববাদ এবং তাঁর প্রচারকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। দলের পর দল অতিক্রম করছিল। তখনই আশজা' গোত্রের লোকেরা অতিক্রম করে। ইসলামের প্রতি ভালোবাসা এবং এর জন্য উৎসর্গিত হওয়ার উদ্দীপনা তাদের চেহারায় সুস্পষ্ট ছিল এবং তাদের জয়ধ্বনি থেকে প্রকাশ পাচ্ছিল। আবু সুফিয়ান বলে, আব্বাস! এরা কারা? আব্বাস (রা.) বলেন, এরা আশজা' গোত্রের লোক। আবু সুফিয়ান অবাক হয়ে আব্বাস (রা.)'র প্রতি তাকিয়ে বলে, গোটা আরবে এদের চেয়ে বড় কোন শত্রু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ছিল না। আব্বাস (রা.) বলেন, এটি খোদা তা'লার কৃপা যে, তিনি যখন চেয়েছেন তখন তাদের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা প্রবেশ করেছে। সবার শেষে মহানবী (সা.) মুহাজির ও আনসারদের বাহিনীকে সাথে নিয়ে অতিক্রম করেন। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দু'হাজার এবং তাদের আপাদমস্তক লৌহ বর্মে আচ্ছাদিত ছিল। হযরত উমর (রা.) তাদের সারি সোজা করছিলেন আর বলছিলেন, সতর্কতার সাথে পা ফেল যেন সারিগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্ব সমান থাকে। ইসলামের জন্য এই পুরোনো নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের উদ্দীপনা এবং সংকল্প আর উদ্যম তাদের চেহারা থেকে ঠিকরে বের হচ্ছিল। তাদেরকে দেখে আবু সুফিয়ানের হৃদয় কেঁপে উঠে। সে জিজ্ঞেস করে, আব্বাস! এরা কারা? আব্বাস (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) আনসার ও মুহাজিরদের বাহিনীসহ যাচ্ছেন। আবু সুফিয়ান উত্তরে বলে, এই সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করার ক্ষমতা এই পৃথিবীতে কার আছে! এরপর সে হযরত আব্বাসকে সম্বোধন করে বলে, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র আজ পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় বাদশাহ্ হয়ে গেছে। আব্বাস (রা.) বলেন, এখনও কি তোমার হৃদয়ের দৃষ্টি উন্মোচিত হয় নি? এটি রাজত্ব নয়, এটি তো নবুয়ত। আবু সুফিয়ান বলে, হ্যাঁ, ঠিক আছে, নবুয়তই হলো। এই বাহিনী যখন আবু সুফিয়ানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল তখন আনসারদের কমান্ডার বা নেতা সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) আবু সুফিয়ানকে দেখে বলেন, আজ খোদা তা'লা আমাদের জন্য তরবারির জোরে মক্কায় প্রবেশ করা সঙ্গত করে দিয়েছেন। আজ কুরাইশ জাতিকে লাঞ্ছিত করা হবে। মহানবী (সা.) যখন আবু সুফিয়ানের পাশ দিয়ে যান তখন সে উচ্চস্বরে বলে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি কি স্বজাতিকে হত্যা করার অনুমতি প্রদান করেছেন? এইমাত্র আনসারদের নেতা সা'দ এবং তার সঙ্গীরা এ কথাই বলছিল। তারা উচ্চস্বরে এ কথাই বলছিল যে, আজ লড়াই হবে আর মক্কার পবিত্রতা আজ আমাদেরকে লড়াই থেকে বিরত রাখতে পারবে না। আর আমরা কুরাইশদের লাঞ্ছিত করেই ছাড়ব। হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি তো পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পুণ্যবান, সবচেয়ে বেশি দয়ালু এবং সবচেয়ে বেশি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী ব্যক্তি। আজ আপনি কি আপনার জাতির কৃত অন্যায়-অত্যাচারকে উপেক্ষা করবেন না? আবু সুফিয়ানের এই অভিযোগ এবং অনুনয় শুনে সেই মুহাজিররাও ব্যাকুল হয়ে উঠেন, যাদেরকে মক্কার অলিগলিতে মারধর করা হতো এবং প্রহার করা হতো, যাদেরকে বাড়িঘর এবং ধনসম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হতো। আর তাদের হৃদয়েও মক্কার লোকদের প্রতি সহানুভূতি জেগে উঠে এবং তারা বলেন, হে আল্লাহ্ র রসূল (সা.)! আনসাররা মক্কার লোকদের অত্যাচারের যেসব ঘটনা শুনেছে সেগুলোর কারণে আজ আমরা জানি না যে, তারা কুরাইশদের সাথে কীরূপ আচরণ করবে। মহানবী (সা.)বলেন, আবু সুফিয়ান! সা'দ ভুল বলেছে। আজ কৃপার দিন। আজ আল্লাহ্ তা'লা কুরাইশ এবং কাবা গৃহকে সম্মান দান করবেন। অতঃপর তিনি (সা.) একজনকে সা'দের কাছে প্রেরণ করেন এবং বলেন, তোমার পতাকা তোমার পুত্র কায়েসকে দিয়ে দাও কেননা, তোমার স্থলে সে আনসার বাহিনীর নেতৃত্ব দিবে। এভাবে তিনি (সা.) তাঁর কাছ থেকে পতাকা নিয়ে নেন আর তার পুত্রের হাতে তুলে দেন। এভাবে তিনি মক্কার লোকদেরও মনরক্ষা করেন আর আনসারদেরও মনঃকষ্ট পাওয়া থেকে নিরাপদ রাখেন। এছাড়া সা'দের পুত্র কায়েস-এর ওপর মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ আস্থা ছিল। কেননা কায়েস অত্যন্ত ভদ্র প্রকৃতির যুবক ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তিনি এতই ভদ্র ছিলেন যে, তার ভদ্রতার অবস্থা হলো, ইতিহাসে লেখা আছে যে, তার মৃত্যুর সময় যখন কতিপয় লোক তার শুশ্রূষার জন্য আসেন আর কতেক আসেন নি তখন তিনি তার মিত্রদের জিজ্ঞেস করেন, কী কারণে আমার কতিপয় মিত্র, যারা আমার ঘনিষ্ট, আমাকে দেখতে আসে নি। তার মিত্ররা বলেন, আপনি অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তি। কায়েস খুবই দানশীল ছিলেন এবং মানুষকে অনেক সাহায্য করতেন। আপনি সবাইকে তাদের বিপদের সময় ঋণ প্রদান করেন। কেউ ঋণ চাইলে তিনি দিয়ে দিতেন, আর শহরের অনেক মানুষ আপনার কাছে ঋণী। তারা এ কারণে আপনার শুশ্রূষার জন্য বা আপনাকে দেখতে আসে নি যে, এই অবস্থায় আপনার হয়ত অর্থের প্রয়োজন হবে আর আপনি তাদের কাছে অর্থ ফেরত চেয়ে বসবেন। অর্থাৎ যে ঋণ আপনি দিয়ে রেখেছেন তা আবার ফেরত না চেয়ে বসেন। তিনি বলেন, ওহো। খুবই দুঃখ প্রকাশ করেন যে, তাদের মাথায় যদি এই চিন্তা জাগে তাহলে আমার মিত্রদের অযথায় এই কষ্ট হয়েছে। আমার পক্ষ থেকে পুরো শহরে ঘোষণা করে দাও যে, কায়েসের কাছে ঋণী প্রত্যেক ব্যক্তির ঋণ ক্ষমা করে দেওয়া হলো। তিনি বলেন, তখন এত বেশি সংখ্যায় মানুষ তার শুশ্রূষার জন্য বা তাকে দেখতে আসে যে, তার বাড়ির সিড়ি ভেঙে পড়ে।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৪১-৩৪৩)

হুনায়েনের যুদ্ধের অপর নাম হলো, হাওয়াযেনের যুদ্ধ। হুনায়েন পবিত্র মক্কা নগরী এবং তায়েফের মাঝে মক্কা থেকে ত্রিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি উপত্যকা। হুনায়েনের যুদ্ধ অষ্টম হিজরী সনের শাওয়াল মাসে মক্কা বিজয়ের পর সংঘটিত হয়েছিল। সেই যুদ্ধে যে গনিমতের মাল লাভ হয় তা মহানবী (সা.) মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করে দেন। আনসাররা তাদের হৃদয়ে এই বিষয়ে কষ্ট অনুভব করেন। এ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত বর্ণনা মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলে এভাবে উল্লেখ হয়েছে যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) যখন কুরাইশ এবং আরবের অন্যান্য গোত্রের মাঝে গনিমতের মাল বণ্টন করেন তখন তা থেকে কিছুই আনসারদের ভাগে আসে নি। আনসারগণ এই বিষয়টি অনুভব করেন এবং তাদের মাঝে এ নিয়ে চর্চা হতে থাকে, এমনকি তাদের কেউ একজন এ কথাও বলে যে, মহানবী (সা.) স্বজাতির সাথে মিলিত হয়ে আমাদের ভুলে গেছেন আর মুহাজিরদের (সবকিছু) প্রদান করেছেন। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এই গোত্র আপনার সম্পর্কে তাদের হৃদয়ে কষ্ট অনুভব করছে, অর্থাৎ আনসাররা। আপনি নিজ জাতি এবং আরবের বিভিন্ন গোত্রের মাঝে যুদ্ধলব্ধ যে সম্পদ বণ্টন করেছেন আনসাররা তা থেকে কিছুই

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের ব্যবহারিক নমুনার মাধ্যমে আশপাশের মানুষের সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরতে হবে।

(বেলজিয়াম জলসার সমাপনী ভাষণ, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali and family, Jamat Ahmadiyya Sian, (Birhum)

পায় নি। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, হে সা'দ! এ বিষয়ে তুমি কোন পক্ষে আছ? তুমি নিজের কথা বল। তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি কেবল আমার জাতির এক সদস্য মাত্র। এছাড়া আমার কিইবা মূল্য রয়েছে? তিনি (সা.) বলেন, নিজ জাতিকে এই বৃত্তে সমবেত কর। অর্থাৎ সেখানে বড় একটি বেষ্টনি বা স্থান ছিল, সেখানে নিয়ে আস। অতএব হযরত সা'দ বের হন এবং তিনি আনসারদেরকে উক্ত বৃত্তে জড়ো করেন। কয়েকজন মুহাজিরও চলে আসেন। হযরত সা'দ (রা.) তাদেরকেও আসতে দেন, কিন্তু আরো কিছু লোক ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলে তিনি তাদেরকে বাধা দেন। সবাই যখন একত্রিত হয় তখন হযরত সা'দ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, আনসারগণ সমবেত হয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) তাদের কাছে যান এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও মহিমা কীর্তন করার পর বলেন, হে আনসারের দল! তোমাদের সম্পর্কে আমি এসব কী শুনছি, তোমাদেরকে (যুদ্ধলব্ধ) সম্পদ না দেওয়ার কারণে তোমরা নাকি অসন্তুষ্ট? আমি যখন তোমাদের মাঝে এসেছি তখন তোমরা কি পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিলে না? অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদেরকে হিদায়েত দিয়েছেন। তোমরা কি অভাব-অনটনের শিকার ছিলে না? এরপর আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিত্তবান করে দিয়েছেন। তোমরা কি পরস্পরের শত্রু ছিলে না? আর আল্লাহ্ তোমাদের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি প্রীতি সঞ্চার করেছেন। তারা বলেন, কেন নয়! আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সর্বাধিক অনুগ্রহশীল ও সর্ব শ্রেষ্ঠ। তিনি (সা.) বলেন, হে আনসারের দল! তোমরা আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন? তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা আপনাকে কী উত্তর দিব, যখন কি-না সকল অনুগ্রহ ও কৃপা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলেরই। তিনি (সা.) বলেন, খোদার কসম! তোমরা চাইলে একথাও বলতে পারতে আর তা সত্য হতো আর তোমাদের কথার সত্যায়নও হয়ে যেতো যে, আপনি আমাদের কাছে এমন অবস্থায় এসেছিলেন যখন আপনাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, তখন আমরা আপনার সত্যায়ন করেছি। আপনার স্বজনেরা আপনাকে পরিত্যাগ করেছিল, তখন আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি। আপনি এমন অবস্থায় আমাদের কাছে এসেছিলেন যখন মানুষ আপনাকে বহিষ্কার করেছিল, তখন আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। আপনি সম্ভ্রান্ত বংশীয় ছিলেন বলে আমরা আপনার সাথে বন্ধুত্ব বা মৈত্রী স্থাপন করেছি-এসব কথা বলার পর তিনি (সা.) বলেন, তোমরা আমাকে এই এই উত্তর দিতে পারতে। অতঃপর বলেন, হে আনসারের দল! তোমরা কি পার্থিব এই তুচ্ছ বা নগণ্য সম্পদের জন্য দুঃখ অনুভব করেছ, যা আমি তোমাদেরকে না দিয়ে তাদেরকে প্রদান করেছি। তা আমি সেই জাতির মনস্তুষ্টির জন্য দিয়েছি যেন তারা ইসলাম গ্রহণ করে আর ইসলামকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করেছি। (তাদের মনস্তুষ্টি করেছি যাতে তারা ইসলাম গ্রহণ করে আর সুদৃঢ় হয় এবং তোমাদের হাতে ইসলামকে তুলে দিয়েছি।) হে আনসাদের দল! তোমরা কি এতে আনন্দিত নও যে, মানুষ ছাগল-ভেড়া এবং উট নিয়ে যাবে আর তোমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.) -কে সাথে নিয়ে নিজেদের বাড়িতে ফিরবে? এরপর তিনি (সা.) বলেন, সেই সত্তার কসম! যার করায়ত্বে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণ, যদি হিজরত না হতো তাহলে আমি আনসারদেরই একজন হতাম আর যদি সব মানুষ এক উপত্যকা দিয়ে যায় আর আনসাররা অন্য উপত্যকা দিয়ে যায় তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকাকেই বেছে নিব। হে আল্লাহ্! তুমি আনসারদের প্রতি কৃপা কর এবং আনসারদের সন্তানদের প্রতি এবং আনসারদের সন্তানদের সন্তানদের প্রতিও (তুমি দয়া কর)। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে সেখানে উপস্থিত আনসারদের সবাই কাঁদতে আরম্ভ করেন, এমনকি তাদের শ্মশ্রু তাদের অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে যায়। আর তারা বলেন, বণ্টন ও অংশ ভাগাভাগির ক্ষেত্রে আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি সন্তুষ্ট। অর্থাৎ আপনি যেভাবে বণ্টন করেছেন তাতেই আমরা সন্তুষ্ট এবং আমাদের জন্য আপনিই যথেষ্ট। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) ফিরে যান আর অন্যরাও যার যার মতো চলে যায়।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৯২-১৯৩)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

বিদায় হজ্জের জন্য মদিনা থেকে সফর করে মহানবী (সা.) যখন হজ্জের স্থানে পৌঁছেন তখন সেখানে তাঁর বাহন হারিয়ে যায়। মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর একই বাহন ছিল, যা হযরত আবু বকর (রা.)-এর কৃতদাসের কাছে ছিল। তার কাছ থেকে রাতের বেলা এই বাহন হারিয়ে যায়। হযরত সাফওয়ান বিন মুয়াত্তাল কাফেলায় সবার পিছনে ছিলেন। তিনি নিজের সাথে সেই উটনীকে নিয়ে আসেন আর সব মালপত্রও তাতে মওজুদ ছিল। অর্থাৎ সেই হারিয়ে যাওয়া উটনীকে তিনি নিয়ে আসেন যতে সব জিনিসপত্রও ছিল।

হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ যখন এ কথা শুনেন তখন তার পুত্র কায়েসকে সাথে নিয়ে আসেন, তাদের উভয়ের সাথে একটি উট ছিল, যার ওপর পাথেয় ছিল অর্থাৎ সফরের সমস্ত মালপত্র সেটির পিঠে বোঝাই করা ছিল। তারা যখন মহানবী (সা.)-এর সেবায় উপস্থিত হন তখন তিনি (সা.) তাঁর বাড়িরদরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ততক্ষণে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.) জিনিপত্রসহ হারানো উট ফেরত দিয়েছিলেন, অর্থাৎ ততক্ষণে সেই হারানো উটনী তিনি (সা.) ফিরে পেয়েছিলেন। হযরত সা'দ (রা.) আসেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা জানতে পেরেছি, আপনার জিনিপত্রসহ একটি উটনী হারিয়ে গেছে। আমাদের এই বাহন সেটির পরিবর্তে (আপনি গ্রহণ করুন)। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা সেই উটনী আমাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ সেই হারানো উটনী পাওয়া গেছে, তোমরা উভয়ে তোমাদের বাহন ফেরত নিয়ে যাও, আল্লাহ্ তোমাদের উভয়কে বরকতমণ্ডিত করুন।

(সুবালুল হুদা ওয়ার রুশাদ, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৪৬০)

হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর কন্যা তাঁকে ডেকে পাঠান যে, আমার সন্তান মৃত্যুশয্যায় নিপতিত, আপনি আমাদের বাড়িতে আসুন। তখন মহানবী (সা.) উত্তরে বলে পাঠান, সবকিছু আল্লাহ্‌রই যা তিনি নিয়ে যেতে চান, আর যা তিনি দান করেন– তা-ও তাঁরই। আর প্রতিটি বিষয়ের জন্য তাঁর কাছে একটি সময় নির্ধারিত আছে, তাই তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি কামনা কর। তিনি পুনরায় মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে ডেকে পাঠান যে, দয়া করে আপনি আসুন। তিনি (সা.) উঠে দাঁড়ান এবং তাঁর সাথে হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ , হযরত মুআয বিন জাবাল, হযরত উবাই বিন কা'ব, হযরত যায়েদ বিন সাবেত এবং আরো কয়েকজন ছিলেন। মহানবী (সা.) যখন সেখানে পৌঁছেন তখন শিশুটিকে কোলে করে তাঁর (সা.) কাছে নিয়ে আসা হয়। সেই মুহূর্তে শিশুটি অন্তিম নিঃশ্বাস নিচ্ছিল আর শেষ নিঃশ্বাস ফেলার মতোই শব্দ আসছিল। উসামা (রা.) বলেন, আমার মনে হলো, যেভাবে পুরোনো কলসিতে আঘাত লাগলে শব্দ হয় তখন তেমনই শব্দ হচ্ছিল এবং (শিশুটি) বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছিল। শিশুটির এই অবস্থা দেখে মহানবী (সা.)-এর চোখ থেকে অশ্রু বইতে আরম্ভ করে। হযরত সা'দ (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এটি কী! তিনি (সা.) উত্তরে বলেন, এটি হলো সেই রহমত যা আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দাদের হৃদয়ে সৃষ্টি করেছেন আর আল্লাহ্ তা'লাও তাঁর বান্দাদের মাঝ থেকে তাদের প্রতিই কৃপা করেন যারা অন্যদের প্রতি কৃপা করে। (সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস-১২৮৪)

এটি একটি আবেগতাড়িত অবস্থা বৈ আর কিছু না। এটি কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার কৃপা।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়লে মহানবী (সা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস আর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাস'ঊদ (রা.)–এদের সবাইকে সাথে নিয়ে তার অসুস্থতার খবর নিতে যান। তার কাছে পৌঁছলে তিনি (সা.) তাকে পরিবার-পরিজনের মাঝে পরিবেষ্টিত দেখেন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, সে কি মারা গেছে? অসুস্থতার কারণে লোকজন সমবেত হয়েছিল, গুরুতর অসুখ ছিল, আশপাশে পরিবার-পরিজন জড়ো হয়েছিল। তারা বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তিনি মারা যান নি। যাহোক, মহানবী (সা.) নিকটে যান এবং তার অবস্থা দেখে কেঁদে ফেলেন। মহানবী (সা.)-কে কাঁদতে দেখে অন্যরাও কাঁদতে আরম্ভ করে। এরপর তিনি (সা.) বলেন, শোন! চোখের অশ্রু প্রবাহিত হলে আল্লাহ্ শাস্তি দেন না আর হৃদয়

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ। (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam and family, Dhantala, Jalpaiguri District

ব্যাথিত হলেও না। বরং এটির কারণে তিনি শাস্তি দিবেন বা কৃপা করবেন, তিনি (সা.) নিজের জিহ্বার দিকে ইশারা করে বলেন, এর কারণে তিনি শাস্তি দিবেন বা কৃপা করবেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আর মৃতের জন্য তার পরিবারের বিলাপ করার কারণে তার শাস্তি হয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস-১৩০৪)

বিলাপ করা অন্যায়। সেই মুহূর্তে হতে পারে যে, তার এমন অবস্থাদেখে মহানবী (সা.)-এর মাঝে দোয়ার প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাতে তাঁর কান্না চলে আসে। কিন্তু অন্যরা হয়ত মনে করেছিল, তার অন্তিম সময় দেখে তিনি (সা.) কাঁদতে আরম্ভ করেন। তাই মহানবী (সা.) তাদেরকে বুঝিয়েছেন, কান্না নিষেধ নয় কিন্তু ে যে বিষয়টি নিষেধ তা হলো, মানুষ আল্লাহ্ তা'লার নির্ধারিত তকদীর প্রকাশিত হলে অসন্তুষ্ট হবে। অতএব অশ্রু যদি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নির্গত হয় তাহলে তা তাঁর অনুগ্রহকে আকৃষ্ট করে, অন্যথায় যদি তা বিরাগ প্রকাশের উদ্দেশ্যে নির্গত হয় এবং তার জন্য বিলাপ করা হয় তাহলে এটি শাস্তির কারণ হয়। যাহোক, তখনও তিনি মৃত্যুবরণ করেন নি, কিন্তু মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় আনসারদের এক ব্যক্তি তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করে। এরপর সেই আনসারী সাহাবী পিছন ফিরেন। মহানবী (সা.) বলেন, হে আনসারী ভাই! আমার ভাই সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-এর অবস্থা কী? তিনি বলেন, ভালো। মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের মধ্য থেকে কে তার শুশ্রূষা করবে? তিনি (সা.) উঠে দাঁড়ান আর আমরাও মহানবী (সা.)-এর সাথে উঠে দাঁড়াই। আমরা ১০জনের অধিক ছিলাম। আমরা জুতাও পায়ে দিই নি, মোজাও পরি নি, টুপিও ছিল না আর জামাও নিইনি। অর্থাৎ আমরা তৎক্ষণাৎ মহানবী (সা.)-এর সাথে রওয়ানা হই। তিনি (রা.) বলেন, আমরা হাঁটতে হাঁটতে তার কাছে পৌঁছে যাই। তার অর্থাৎ সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-এর পরিবার-পরিজন তার চারপাশে সমবেত হয়েছিল। তারা পিছনে সরে যায় আর মহানবী (সা.) ও তাঁর সাথে আগত সাহাবীরা (রা.) তার কাছে যান। এটি মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত। পূর্বের ঘটনাটিই এই রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে।

(সহী মুসলিম কিতাবুল জানায়েয, হাদীস-২১৩৮)

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বিন হারাম (রা.) বর্ণনা করেন, আমার পিতা আমাকে 'হারীরা' রান্না করার নির্দেশ দেন। আমি হারীরা রান্না করি। হারীরা হলো সেই প্রসিদ্ধ খাবার, যা আটা, ঘি ও পানির সংমিশ্রণে প্রস্তুত করা হয়। হাদীসের অভিধান থেকে তারা যে অর্থ বের করেছেন তা হলো, আটা ও দুধ দিয়ে এটি প্রস্তুত হয়। যাহোক, তিনি বলেন, আমি তার নির্দেশে সেই হারীরা নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই। মহানবী (সা.) তখন বাড়িতেই ছিলেন, তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, হে জাবের! এগুলো কি মাংস? আমি নিবেদন করি, জ্বী না, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এটি হারীরা, যা আমি আমার পিতার নির্দেশে রান্না করেছি। এরপর তিনি আমাকে নির্দেশ দিলে আমি এগুলো নিয়ে আপনার সমীপে উপস্থিত হয়েছি। এরপর আমি আমার পিতার কাছে ফিরে এলে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি মহানবী (সা.) কে দেখেছ? উত্তরে আমি বললাম, জ্বী। আমার পিতা জিজ্ঞেস করেন, মহানবী (সা.) তোমাকে কী বলেছেন? তখন আমি বলি, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, হে জাবের! এগুলো কি মাংস? একথা শুনে আমার পিতা বলেন, সম্ভবত রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাংস খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে। এরপর আমার পিতা ছাগল জাবাই করে সেটি রান্না করেন এবং আমাকে নির্দেশ দেন যে, মহানবী (সা.)-এর সমীপে এগুলো দিয়ে আস। হযরত জাবের (রা.) বলেন, আমি সেই ছাগলের মাংস নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করলে তিনি (সা.) বলেন, আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তা'লা আনসারদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করুন; বিশেষ করে আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন হারাম এবং সা'দ বিন উবাদাহ্কে।

(আল মুসতাদরেক আলাস সালেহীন, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৯-৪০)

হযরত আবু উসায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, আনসার পরিবারগুলোর মাঝে উত্তম পরিবার হলো বনু নাজ্জার, এরপর বনু আব্দে আশ্আল, এরপর বনু হারেস বিন খাযরাজ, এরপর বনু সায়েদা আর আনসারদের সকল পরিবারেই কল্যাণ রয়েছে। একথা শুনে হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.), যিনি ইসলামে উচ্চমর্যদার অধিকারী ছিলেন, সহীহ্ বুখারীর হাদীস এটি অর্থাৎ অনেক উচ্চমর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তিনি বলেন, আমি মনে করি, মহানবী (সা.) তাদেরকে আমাদের চেয়ে উত্তম আখ্যা দিয়েছেন। তখন তাকে বলা হয়, মহানবী (সা.) তো আপনাকেও অনেক মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মানাকিবুল আনাসার, হাদীস-৩৮০৭)

হযরত আবু উসায়েদ আনসারী সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, আনসারদের উত্তম পরিবারগুলো হলো বনু নাজ্জার, এরপর বনু আব্দে আশ্আল, এরপর বনু হারেস বিন খাযরাজ, এরপর বনু সায়েদা, আর আনসারদের সকল পরিবারেই কল্যাণ নিহিত আছে। বর্ণনাকারী আবু সালমা (রা.) বলেন, হযরত আবু উসায়েদ (রা.) বলেন, 'মহানবী (সা.)-এর বরাতে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করার কারণে আমাকে দোষারোপ করা হয়; আমি যদি ভুল বর্ণনা করতাম তাহলে অবশ্যই আমার নিজ গোত্র বনু সায়েদার নাম প্রথমে বলতাম।' এ কথা হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ র কানে পৌঁছলে তিনিও একথায় খুবই মর্মাহত হন। পূর্বের বর্ণনায়ও তার অনুভূতি এরূপই প্রকাশ পেয়েছিল যে, তিনি আমাদেরকে বলেন, 'আমাদেরকে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, এমনকি আমরা চারটির মধ্যে সর্বশেষে চলে গিয়েছি।' তিনি অর্থাৎ সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) বলেন, 'আমার জন্য আমার গাধার পিঠে জিন বাঁধ; আমি মহানবী (সা.)-এর সমীপে যাচ্ছি।' সা'দ বিন উবাদাহ্র ভাতিজা সাহ্ল তাকে বলেন, 'আপনি কি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কথা পরিবর্তন করানোর জন্য যাচ্ছেন; {অর্থাৎ মহানবী (সা.) যে ক্রমবিন্যাস বর্ণনা করেছেন, সে বিষয়ে অযথা প্রশ্ন করতে যাচ্ছেন?} অথচ মহানবী (সা.) বেশি জানেন। এটি কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয় যে, আপনারা চারটির মধ্যে একটি?' অতঃপর তিনি এই সংকল্প পরিবর্তন করেন এবং বলেন, 'আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই বেশি জানেন'; এরপর তিনি তার গাধার ওপর থেকে জিন খুলে ফেলার নির্দেশ দেন এবং জিন খুলে ফেলা হয়। এটি-ও সহীহ্ মুসলিমের-ই রেওয়ায়েত বা হাদীস।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েলুস সাহাবা, হাদীস-৬৪২৫)

হিশাম বিন উরওয়া তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) এই দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ্! আমাকে প্রশংসাযোগ্য বানিয়ে দাও এবং আমাকে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী বানাও; সৎকাজ ছাড়া সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করা যায় না, (যদি ভালো কাজ না করা হয় তবে সম্মানও লাভ করা যায় না, আর মর্যাদাও লাভ করা যায় না); আর সম্পদ ছাড়া সৎকাজ করা সম্ভব নয়। হে আল্লাহ্! স্বল্প (সম্পদ) আমার জন্য যথোচিত নয়, আর এতে আমার পোষাবেও না।'

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৬১)

যাহোক, এটি তার দোয়া করার একটি নিজস্ব রীতি ছিল। সহীহ্ মুসলিমের একটি রেওয়ায়েত বা হাদীস রয়েছে; হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন– 'হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ বলেন, 'হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! যদি আমি আমার স্ত্রীর সাথে কোন পর পুরুষকে অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখতে পাই, তবে কি আমি চারজন সাক্ষী না আনা পর্যন্ত তার গায়ে হাত তুলব না?' মহানবী (সা.) বলেন, 'হ্যাঁ, (হাত তুলবে না)'। একথা শুনে তিনি (রা.) বলেন, 'কক্ষনো না! সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, (সেখানে) যদি আমি হই- তবে এর পূর্বেই তড়িৎ তরবারি দ্বারা এর মীমাংসা করে ফেলব; (অর্থাৎ কোন সাক্ষী খুঁজতে যাব না, বরং হত্যা করে ফেলব)।' মহানবী (সা.) উপস্থিত লোকদের বলেন, 'শোন! তোমাদের নেতা কী বলছে! সে খুবই আত্মাভিমানী';

(সহী মুসলিম, কিতাবুল লুআন, হাদীস-৩৭৬৩)

[তিনি (সা.)} আরো বলেন, 'আমি তার চেয়ে বেশি আত্মাভিমানী', এরপর বলেন, 'আল্লাহ্ তা'লা আমার চেয়েও বেশি আত্মাভিমানী।' এছাড়া একই বিষয়ে মুসলিমের আরও একটি হাদীস রয়েছে; হযরত মুগীরা বিন শো'বাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ বলেন, 'যদি আমি কোন পর পুরুষকে আমার স্ত্রীর সাথে (অন্তরঙ্গ অবস্থায়) দেখি তবে তাকে হত্যা করে ফেলব; আর তরবারির ভোঁতা দিক দিয়ে নয়, ধারালো দিক দিয়ে তা করব।' এ কথা মহানবী (সা.)-এর কানে পৌঁছলে তিনি (সা.) বলেন, 'তোমরা কি সা'দের আত্মাভিমান দেখে আশ্চর্য হচ্ছ? আল্লাহ্র কসম! আমি তার চেয়ে

শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

খলীফার বাণী

জামাতের সদস্যদের উচিত তাকওয়া এবং আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি সাধন করা, এটিই জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।

(স্ক্যান্ডেনেভিয়ান জলসায় হুযুর আনোয়ার-এর বিশেষ বার্তা, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata

২০১৯ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মানী সফর

৬ই জুলাই, ২০১৯

আজকের অনুষ্ঠানে হুযুর আনোয়ার (আই.) শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতী মোট ৪৭জন ছাত্রীদেরকে সনদ প্রদান করেন, অপরদিকে হযরত বেগম সাহেবা মাদ্দা যিল্লাহুল আলা তাঁদেরকে পদক পরিয়ে দেন। পুরস্কার ও সনদ বিতরণের পর হুযুর আনোয়ার ভাষণ প্রদান করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের হর হুযুর আনোয়ার সূরা নহলের ৯৮নং এবং সূরা তওবার ১১২ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি বলেন:

যে আয়াতদুটি আমি তিলাওয়াত করেছি, তাদের মধ্যে প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যে কেউ মোমেন হওয়া অবস্থায় পুণ্য ও সঙ্গত কাজ করবে, পুরুষ হোক বা মহিলা, আমরা তাকে নিশ্চয় এক পবিত্র জীবন দান করব। আর আমরা সেই সমস্ত মানুষকে তাদের কর্মধারা অনুযায়ী প্রতিদান দিব।

পুরুষ ও মহিলা উভয়কেই তিনি প্রতিদান দিবেন, এটিই আল্লাহ্‌র বিচার। কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলি পুরুষদের জন্য আবশ্যক বা তাদের অবস্থা অনুযায়ী আবশ্যক, মহিলাদের জন্য সেগুলি সেভাবে আবশ্যক নয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কর্তব্যাবলীর তালিকা তৈরী করে বলে দিয়েছেন যে, ইসলামী বিধান অনুসারে মহিলাদের কর্তব্য কি কি আর পুরুষদের কি কি? এর এক দীর্ঘ তালিকা রয়েছে যা এই মূহুর্তে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। উদাহরণ দিচ্ছি, যেমন নামাযকেই ধরুন। পুরুষদের জন্য এটি আবশ্যিক করা হয়েছে, ভীষণ অপরাগতা ছাড়া তারা যেন মসজিদে গিয়ে বা-জামাত নামায পড়ে। কিন্তু অপরদিকে মহিলাদের জন্য এমনটি আবশ্যক নয়। এমনকি জুমাও মহিলাদের জন্য সেভাবে আবশ্যিক নয় যেভাবে পুরুষদের জন্য আবশ্যক। পুরুষদেরকে বলা হয়েছে যে বা-জামাত নামায পড়লে সাতাশ গুণ পুণ্য লাভ হবে। তবে কি মহিলারা বা-জামাত নামায না পড়ে সাতাশ গুণ পুণ্য থেকে বঞ্চিত থাকবে? নাকি এই কারণে তাদের জন্য বা-জামাত নামায আবশ্যক করা হয় নি যে পাছে তারা সাতাশ গুণ পুণ্যের অংশীদার হয়, আর তারা যেন এভাবে পুণ্য থেকে বঞ্চিত থাকে। না, বরং আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, প্রত্যেক পরিস্থিতির বিচারে কর্ম রয়েছে, যদি কেউ সেই কর্মগুলি সম্পন্ন করে, পুরুষ হোক বা মহিলা, তবে সে পুণ্য লাভ করবে। মহিলারা যদি বাড়িতে নামায পড়ে আর নিজের সংসারের দায়িত্ব পালন করে, তবে এগুলিই তাকে পুরুষদের সমান পুণ্যের অংশীদার করবে। এই কারণেই তো আঁ হযরত (সা.) একবার বলেছিলেন যে, তোমাদের সংসারের দায়িত্ব সামলানো ও সন্তানদের প্রতিপালন করাই তোমাদেরকে সেই পুণ্যের অধিকারী করবে, যেভাবে একজন পুরুষ ইসলামের পথে নিজের প্রাণ ও সম্পদ বিসর্জন দিয়ে পুণ্যের অধিকারী হয়ে থাকে।

হুযুর বলেন, কাজেই মহিলা যদি নিজের দায়িত্বকে যথাযথভাবে পালন করে আর অপরদিকে পুরুষ নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবিচল থাকে, আর যদি উভয়ের মধ্যে খোদাভীতি থাকে, তারা তাঁর সন্তুষ্টিলাভের জন্য কাজ করে, তবে তাদের ইহকালও পবিত্র থাকবে। তারা আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করে তাঁর সন্তুষ্টির অধিকারী করবে, অপরদিকে পরকালেও তাদের সেই সব কর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে। অতএব, এই আয়াতে ইসলাম মহিলা ও পুরুষ উভয়ের অধিকার সমূহ স্বীকার করেছে। আর বলা হয়েছে যে উভয়কে তাদের কর্ম অনুসারে প্রতিদান দেওয়া হবে। অনুরূপভাবে একথার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে নিজের কর্মকে খোদার শিক্ষার অনুসারী করে তোল। আল্লাহ্ তা'লার ভীতিকে সামনে রেখে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কর্ম কর, নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হও।

এই আয়াতে সেই সমস্ত মানুষের আপত্তিরও খণ্ডন করা হয়েছে যারা বলে ইসলাম মহিলাদের অধিকার সমূহের প্রতি দৃষ্টি দেয় না। মহিলাদের কাজ পুরুষদের তুলনায় বাহ্যতঃ কম পরিশ্রমের মনে হলেও আল্লাহ্ তা'লা মহিলাদেরকে ইহজগতে তাঁর প্রীতিভাজন হওয়ার সংবাদ ঘোষণা করেছেন। এমনকি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের দায়িত্ব পালন করার প্রতিদানে উৎকৃষ্ট পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। কাজেই এটি সেই সব মানুষের নির্বুদ্ধিতা যারা ইসলামের উপর এই অভিযোগ আরোপ করে যে পুরুষ ও মহিলাদের সমান অধিকার নেই। আর সেই সব মানুষ এই অমুসলিমদের থেকেও বেশি অজ্ঞ যারা জাগতিক বিষয়াদিতে উন্নত সমাজের তথা-কথিত স্বাধীনতায় প্রভাবিত হয়ে কোনও প্রকারের হীনমন্যতার শিকার হয়। আর ইসলামের সত্যতা এবং ইসলামে নিজেদের অধিকার সন্দিহান হয়ে পড়ে বা বলা যেতে পারে মহিলা ও শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা, বিশেষ করে যুবতীরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে যে, ইসলাম তাদেরকে নিজেদের অধিকার দিয়েছে কি না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপন-পর প্রত্যেকের, যাদের মনে এই প্রশ্ন জন্ম নিয়েছে যে, ইসলামে মহিলাদের অধিকার নেই, তারা ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবগতই নন। আজ প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য হল পৃথিবীকে অবগত করা যে ইসলাম কি, আমাদের অধিকার সমূহ কি কি আর আমাদের দায়িত্বাবলী কি কি? নবীগণ পৃথিবীতে আসেন মানুষকে খোদার নিকটবর্তী করার জন্য আর ধর্ম কথা বলে মানুষের ইহলৌকিক জীবন এবং পারলৌকিক অনন্ত জীবন নিয়ে। একজন বস্তুবাদি মানুষ কেবল জাগতিক জীবনকেই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে। অতএব প্রত্যেক আহমদী, নারী, পুরুষ, যুবক ও যুবতীকে একথা দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যে, ইসলামের উপর আমল করে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে, আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে, যা একটি পরিপূর্ণ বিধান, যাতে প্রত্যেক নারী ও পুরুষের অধিকারসমূহ, কর্তব্য ও দায়িত্বাবলী স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। আর ভিনধর্মী ও বস্তুবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ো না। বরং তাদেরকে ধর্মের তাৎপর্য বোঝাতে হবে, খোদার নিকটবর্তী করতে হবে। তাদের অজ্ঞতাপ্রসূত চিন্তাধারা চিহ্নিত করে বলতে হবে আমরা আহমদী মুসলমানেরা সঠিক পথে আছি। ধর্ম ও খোদা তা'লা সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক, আর তোমরা ভুল পথে রয়েছ।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব এই চিন্তাধারা নিয়ে আমাদের প্রত্যেককে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। নিজেদেরকে খোদা তা'লার বিধিনিষেধের আজ্ঞাবাহী করে তুলতে হবে আর জগতবাসীকেও ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার অনুরাগী করে তুলতে হবে। যখন এগুলি হবে একমাত্র তখনই আমরা নিজেদেরকে প্রকৃত আহমদী বলতে পারব, আর আমাদের এই সব জলসার আয়োজন কোনও উপকারে আসবে। আপনারা প্রতি বছর জলসা, ইজতেমা, তবরীয়তী ক্লাস ইত্যাদি আয়োজন করে আত্মতুষ্টিতে ভোগেন যে আমাদের এই সব সমাবেশে এত সংখ্যক মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন আর সেখানে যুগ খলীফাও আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেছেন। কিন্তু এসব কিছু উপকারে আসবে না, সাময়িক উচ্ছ্বাস অনর্থক। বক্তাদের কিছু কথাও আপনাদেরকে সাময়িকভাবে আবেগতাড়িত করে তোলে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত একাগ্রতা ও প্রচেষ্টাসহকারে এই পুণ্যগুলিকে নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করবেন, এগুলি সব অনর্থক। সব সময় স্মরণ রাখবেন, আপনাদের জ্ঞান, বুদ্ধিদীপ্ততা সব কিছুই বিফলে যাবে যদি না আল্লাহ্‌র বাণী অনুধাবন করেন বা করার চেষ্টা করেন, শুনে ও বুঝে সেগুলির উপর আমল করার চেষ্টা করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অতএব পুণ্যকর্মের জন্য একদিকে যেমন জলসায় বর্ণিত বিষয়গুলিকে অনুসরণ করুন, অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লার বাণী অন্বেষন করে সেগুলির উপর আমল করার চেষ্টা করুন। তবেই এই জলসা ও এর কার্যক্রম আপনাদের উপকারে আসবে। যেরূপ আয়াত প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করেছিলাম। আল্লাহ্ তা'লা মোমেন পুরুষ ও নারীর পুণ্যকর্মের প্রতিদান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দ্বিতীয় আয়াতে প্রতিদানের সুসংবাদ প্রাপকদের কিছু কর্মের উল্লেখ করেছেন। যেরূপ তিনি বলেন- তওবাকারী, ইবাদতকারী, খোদার প্রশংসাকীর্তণকারী, খোদার পথে সফর অবলম্বনকারী, রুকু ও সিজদাকারী, পুণ্যকর্মের আদেশকারী, মন্দকর্ম থেকে প্রতিহতকারী এবং আল্লাহ্ তা'লা সীমারক্ষাকারী এমন মোমেনদেরকে সুসংবাদ দাও। একথা তিনি আঁ হযরত (সা.) কে বলেছেন। আল্লাহ্ তা'লা যখন বলেছেন মোমেনদেরকে সুসংবাদ দাও, তখন এই আদেশের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক স্থানে লিখেছেন, তওবার শক্তি অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ইসতেগফারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যদি এই সমস্ত মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকতে হয়, নিজেকে বিপদমুক্ত রাখতে হয়, তবে স্থায়ীভাবে ইসতেগফার করতে থাক। এটি আমার কথা। কিন্তু এটিই মসীহ মওউদ (আ.)-এর কথার ভাবার্থ। অতঃপর তিনি লিখেছেন, অনেক সময় মানুষ জানে না যার কারণে তার অন্তরে মরিচা ও কলুষতার ছাপ পড়ে। এই কারণে ইসতেগফার করতে থাকা উচিত যাতে সেই মরিচা ও কলুষতা না আসে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: জাগতিক ব্যস্ততা, কাজকর্ম, ক্রীড়াকৌতুকে এত

বেশি আকর্ষণ রয়েছে, আর এর প্রতি মানুষের হৃদয় এতটাই আকৃষ্ট হওয়ার চেষ্টা করে, যার কারণে অন্তরে মরিচা পড়ে। ধর্মের জৌতিতে অন্তরকে পবিত্রকরণের যে উজ্জ্বলতা ও স্বচ্ছতা রয়েছে তা ম্লান হয়ে পড়ে, যার স্থানে জাগতিক আড়ম্বরতা হৃদয়েকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, এটিকে অন্তরের মরিচা বলা হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব আমাদেরকে যদি নিজেদের ইহকাল ও পরকাল সুসজ্জিত করতে হয় তবে একজন মোমেনকে ক্রমাগত ইসতেগফার করতে থাকা জরুরী আর প্রকৃত তওবার জন্য পরিশ্রম অনিবার্য। অতএব আমাদেরকে এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। মরিচা দূর করতে এবং অন্ধকার মুছে ফেলতে আল্লাহ্ তা'লার দিকে এক বিশেষ চেষ্টার সহিত পদচারণা করা আবশ্যক। আর এ সব কিছু আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। কাজেই আল্লাহ্ তা'লার কৃপা আকর্ষণের জন্য ইসতেগফারের পাশপাশি তাঁর নির্দেশিত পন্থা অনুসারে ইবাদত করা আবশ্যক।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তওবা করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের পর এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, ইবাদতকারীদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ইবাদতের যে পদ্ধতি শিখিয়েছেন সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল নামায। মহিলারা পরিবারের তদারকি করার কারণে নিজেদের নামাযের সুরক্ষার পাশাপাশি সন্তানের নামাযের সুরক্ষার জন্যও তাদের উপর অভিভাবকের দায়িত্ব বর্তায়। আর এটি তাদের কর্তব্য। মহিলাদের মধ্যে মায়েদের যদি নামাযের অভ্যাস থাকে, নিয়মিত নামায আদায়কারী হয়, তবে তা সন্তানকে শৈশব থেকেই নামাযের প্রতি মনোযোগী করে তোলে। আর এমন মায়েদের সন্তানরা সচরাচর নামাযী হয়ে থাকে। এমন মায়েদের অভিভাবকত্বে বেড়ে ওঠা সন্তানেরা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী অনুসারে নিজেদের অস্তিত্বলাভের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক ব্যুৎপত্তি অর্জনকারী হয়ে থাকে।

হযুর আনোয়ার বলেন: সন্তানদের সঠিক প্রতিপালনকারী মায়েরা, সন্তানদেরকে ইবাদতগুজার হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট মায়েরা তাদেরকে খোদার নৈকট্য অর্জনকারী করে তোলার জন্য যে চেষ্টা করে থাকে সে কারণে তারা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সুসংবাদ লাভ করবে। এমনটিও দেখা গেছে যে পিতার (অপ) কর্মের কারণে দিকভ্রষ্ট সন্তানেরা এক সময় মায়েদের দোয়া ও তরবীয়তের কল্যাণে খোদার পথে পদচারণাকারী হয়ে যায়, পুণ্যে পথের পথিক হয়। নিঃসন্দেহে অনেক মায়েদের জন্য বয়সের এক সীমার পর সন্তানদের, বিশেষ করে ছেলেদের প্রতিপালনের কাজটি অত্যন্ত দুরূহ হয়ে ওঠে, কিন্তু মায়েদের হতোদ্যম হওয়া উচিত নয়। আবার মেয়েরা তো সাধারণত মায়েদের প্রভাবাধীন হয়ে থাকে। তাই যদি মেয়েরা বিপথগামী হয়, তবে এক্ষেত্রে মায়েরাই দোষী হয়ে থাকে। মেয়েরা যদি স্বাধীনতাকামী হয়ে ওঠে তবে সেই অপরাধ মায়েদের উপর বর্তায়। মেয়েরা ইউনিভার্সিটি গিয়ে যদি অসৎ প্রকারের বন্ধুত্ব তৈরী করতে আরম্ভ করে তবে মায়েদের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত এবং বেশি দোয়া করা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মোমেনের আরও একটি বৈশিষ্ট হল সে খোদার প্রশংসাকীর্তন করে। আল্লাহ্র তা'লার প্রশংসাকীর্তনের দাবি হল তাঁর নেয়ামতসমূহের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। আল্লাহ্ তা'লা যে উন্নত পরিবেশ ও আর্থিক স্বচ্ছলতা দান করেছেন, সে বিষয়ে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। প্রকৃত প্রশংসাকীর্তনের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হলে মনের মধ্যে এই চিন্তা বদ্ধমূল হবে যে কেবল খোদা তা'লাই একমাত্র প্রশংসারযোগ্য, আর তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেই আমার অবস্থার উন্নতি হওয়া সম্ভব আর এমনটি হয়েছে। আর যদি কখনও কোনও বিপদ ও অস্বচ্ছলতার সম্মুখীন হতেও হয়, সেক্ষেত্রেও তাঁর প্রশংসাকীর্তনে কোনও ত্রুটি রাখা উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা কীর্তনে অমনোযোগী হওয়া মানুষকে অকৃতজ্ঞতার দিকে টেনে নিয়ে যায়। আর অকৃতজ্ঞতা মানুষকে কুফরের দিকে নিয়ে যায়। অতএব প্রত্যেককে খোদার কৃতজ্ঞ বান্দা হতে গেলে তাঁর প্রশংসাকীর্তনের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখানে মোমেনের আরও একটি বৈশিষ্টের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। মোমেন আল্লাহ্র পথে সফর করে থাকে। আপনাদের মধ্যে অধিকাংশ পুরুষই যারা এখানে এসেছেন, তারা এজন্য এসেছেন যে তাদের দেশে তারা বিপন্ন হয়ে উঠছিল। তাই হিজরত করতে বাধ্য হয়েছে আর এই সব দেশে আশ্রয় নিয়েছে। এই দিক থেকে আপনাদের সফর খোদার পথে করা সফর বলে গণ্য হবে। আপনারা নিজেদের ধর্ম ও জীবন রক্ষার্থে এই সফর করেছেন। এঁদের অধিকাংশ এমন যাদের নিজেদের কোনও পেশাগত যোগ্যতা নেই, যার কারণে তারা বলতে পারে যে, আমরা এদেশের নিজেদের যোগ্যতার বলে হিজরত করে এসেছি। কাজেই আপনারা যখন একারণে হিজরত করে এসেছেন যে, এখানে আমরা যেন ধর্মীয় স্বাধীনতা উপভোগ করি, খোদা তা'লার অধিকার প্রদান করতে পারি, তবে খোদা তা'লা কথা মান্য করাও আবশ্যক। আর এখানে এসে যে অধিকাংশ মানুষের আথিক অবস্থা স্বচ্ছল হয়েছে, তার কারণে আমাদের আরও বেশি খোদা তা'লার বিধিনিষেধ মেনে চলা উচিত।

হুযুর আনোয়ার (আই.) সব শেষে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তৌফিক দিন যেন আমরা খোদা তা'লা এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুধাবনকারী হই এবং সেগুলি মান্যকারী হই। আর আমরা যেন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়াতকে স্বার্থক করে তুলি, জগতের ক্রীড়াকৌতুক থেকে বিরত থাকি আর নিজেদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে রক্ষাকারী হই এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে মান্য করে আমরা যে অঙ্গীকার করেছি তা পালনকারী হই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন। আমীন।

এরপর হুযুর আনোয়ার পুরুষ জলসাগাহে প্রবেশ করেন যেখানে তিনি দুপুর পৌনে দুটোর সময় যোহর ও আসরের নামায একত্রে পড়ান। এরপর তিনি বিশ্রামকক্ষের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

অনুষ্ঠান অনুসারে বিকেল সাড়ে চারটায় হুযুর আনোয়ার জার্মান ও অন্যান্য দেশের অতিথিদের সঙ্গে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন যেখানে অতিথিদের সংখ্যা ছিল ১১৭৯ জন। জার্মানীর বিভিন্ন শহর থেকে আগত অতিথির সংখ্যা ছিল ৫০২জন। অপরদিকে জার্মানী ছাড়াও ইউরোপের অন্যান্য দেশ যেমন বুলগেরিয়া, মেসেডোনিয়া, মাল্টা, আলবেনিয়া, বোসনিয়া, কোসোভা, হাঙ্গেরী, ক্রোয়েশিয়া, লিথুনিয়া, এস্টোনিয়া, স্লোভেনিয়া ইত্যাদি দেশ থকে মোট ৩৪১ জন অতিথি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আরব দেশসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারী অতিথিদের সংখ্যা ছিল ১৫৭জন। অপরদিকে আফ্রিকান দেশসমূহকে আগমণকারী ৭৫ জন এবং এশীয় দেশ থেকে আগত অতিথিদের সংখ্যা ছিল ১০৪জন। মোট ৬৭ দেশের মানুষ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিল।

সাওটোমে ও প্রিন্সিপে থেকে সেদেশের রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি উরবিনো জোস গোঞ্জালভেস বোটেলহো জার্মানীর জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের ভাষণে বলেন, এই জলসায় আমন্ত্রিত হয়ে আমি রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। রাষ্ট্রপতি কিছু ব্যস্ততার কারণে স্বয়ং উপস্থিত থাকতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেন, এইরূপে আমি রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে জামাত আহমদীয়া জার্মানীকে সাধুবাদ জানাচ্ছি যে, তারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে জলসার আয়োজন করেছেন (২০১৯) । জলসায় যে ভ্রাতৃত্ববোধ আমি প্রত্যক্ষ করেছি তার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ।

আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে উদ্বাহু হয়ে জামাত আহমদীয়া জার্মানী এবং হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর সেবামূলক কার্যকলাপের প্রশংসা করছি, যা তারা আমাদের দেশের মানুষের আর্থিক, শৈক্ষিক এবং জনগণের সমৃদ্ধির জন্য করছে। তাঁদের এই সব সেবামূলক কার্যকলাপের মধ্য থেকে কয়েকটি তুলে ধরছি। যেমন হিউম্যানিটি ফার্স্ট আমাদের দেশের গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্কুল নির্মাণ করছে, তাদের জন্য মৌলিক সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিচ্ছে। অনুরূপভাবে হাই স্কুলে তিনশর বেশি ছাত্রকে ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও সারা দেশে দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র ও শল্য-চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করছে। অভাবগ্রস্ত ও দুর্যোগ কবলিতদের জন্য আমাদের দেশে হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর উপস্থিতি অত্যন্ত লাভজনক প্রমাণিত হচ্ছে।

যুগ ইমামের বাণী

"যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুগুলিকে ব্যয় করবে, ততক্ষণ প্রিয়ভাজন হওয়ার সম্মান লাভ হতে পারে না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৪))

Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gwahati)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: **Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)**

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দাবানলের গ্রাসে যারা গৃহহীন হয়েছেন, হিউম্যানিটি ফার্স্ট তাদের জন্য গৃহ নির্মাণ করছে। হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর এই সব সেবামূলক কাজের জন্য আমি খলীফাতুল মসীহকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি আমাদের দেশে এই সব কাজে আমাদের সহায়তা করেছেন। এই মুহূর্তে আমাদের দেশে হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর অধীনে হাসপাতাল নির্মাণ-প্রকল্প স্বাস্থ্য-বিভাগের জন্য মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার হিউম্যানিটি ফার্স্ট-কে রোযা উবা বুডো-তে একটি বিল্ডিং উপহার দিয়েছে। সব শেষে আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, সাওটোমে এন্ড প্রিন্সিপে সরকার হিউম্যানিটি ফার্স্ট এবং জামাত আহমদীয়ার পাশে দৃঢ়ভাবে চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব বজায় রাখার অভিলাষী।

আমি এই সুযোগে রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে খলীফাতুল মসীহকে এই হাসপাতাল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এটি আমাদের জন্য যারপরনায় সম্মান ও গর্বের কারণ হবে। আপনার কৃপা দৃষ্টির জন্য ধন্যবাদ।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয এবং তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন: সকল সম্মানীয় অতিথিদেরকে আসসালামো আলাইকুম। আপনাদের উপর আল্লাহ্‌র কৃপা ও আশিস বর্ষিত হোক। আজকের এই জলসায় অংশগ্রহণের জন্য আপনাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। জলসা সালানা এক বিশেষ ধর্মীয় সমাবেশ, যেখানে আহমদী মুসলমানেরা নিজেদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণ করে থাকে। জলসা সালানা জার্মানীতে এটি একটি রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, বিশেষ করে মুসলমান এবং অমুসলমান অতিথিদের উপকারার্থে একটি অধিবেশন রাখা হয় যার জন্য আমরা আজ এখানে একত্রিত হয়েছি। আপনাদের মধ্যে যে সকল অতিথি এর পূর্বেও এখানে এসেছেন, তাঁরা জামাত আহমদীয়ার মতবিশ্বাস সম্পর্কে নিশ্চয় পরিচিত আছেন। কিছু নতুন অতিথিও এসেছেন যারা প্রথম বার জলসায় অংশগ্রহণ করছেন। তাঁরা আহমদীয়াতের ধর্মবিশ্বাস এবং শিক্ষামালা সম্পর্কে জানতে উদগ্রীব হয়ে আছেন। এই সব অতিথিরাও এখন নিশ্চয় জেনে গেছেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত একটি ইসলামি সম্প্রদায় যা ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.)-এর শেষ যুগ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে মানবজাতির সংশোধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কেবল জাগতিক সংগঠনগুলির ক্ষেত্রেই নয়, বরং ধর্মীয় জামাতগুলির ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য যে, কালের প্রবাহে কোনও বিশেষ ধর্মমত বা জামাতের অনুসারীরা নিজেদের প্রকৃত ও মৌলিক শিক্ষা থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। ফলশ্রুতিতে সমস্ত জামাতে এমন এক সময় আসে যখন তাকে পুনর্জীবিত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। অন্যথায় সেটি অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে কিম্বা এমন রূপ ধারণ করে যার সঙ্গে প্রকৃত রূপের কোনও সামঞ্জস্য অবশিষ্ট থাকে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের ধর্মবিশ্বাস এই যে, যখন ধর্মীয় জামাতের সঙ্গে এমনটি হয়, তখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর রীতি অনুসারে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে নিজের নির্বাচিত পুরুষদের প্রেরণ করেন যাতে তারা মানুষের সংশোধন করেন এবং ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা ও ধর্মবিশ্বাসের প্রতি পথ প্রদর্শন করেন। যতদূর ইসলামের সম্পর্ক, এই প্রসঙ্গে আমাদের বিশ্বাস, হযরত মহম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শেষ বিধান আনয়নকারী নবী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। অতঃপর উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষামালা ও ধর্মবিশ্বাসের পুনরুজ্জীবনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে একজন সংস্কারককে প্রেরণ করেছেন যিনি প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা দান করেছেন এবং এর উপর অনুশীলন করেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব আমরা জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.)কে মান্য করি। তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার পুনরুজ্জীবন এবং মানব জাতিকে পুনরায় খোদা তা'লার দিকে প্রত্যাবর্তন করানো। জামাতের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের পর আমি পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু বলব।

হুযুর আনোয়ার বলেন: স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দপূর্ণ জীবনের বাসনা প্রত্যেক মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। শান্তিপূর্ণ ও নির্বিবাদ জীবনের আকাঙ্খা মানুষের প্রকৃতিগত চাহিদা। প্রত্যেকেই চাই শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ স্থানে বসবাস করতে, গ্রাম-গঞ্জ বা শহর যেন নিরাপদ ও সম্প্রীতিপূর্ণ হয়। প্রত্যেক মানুষের বাসনা তার দেশ শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী হোক, যেখানে যাবতীয় প্রকারের জীবনোপকরণ হাতের নাগালে থাকবে। কাজে মানুষ চায় পৃথিবী শান্তিপূর্ণ হোক। তথাপি এই সহজাত শান্তিকামীতা সত্ত্বেও বাস্তবে ভেদাভেদ ও বিবাদ-বিশৃঙ্খলা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক দেশ রয়েছে যেগুলি গৃহযুদ্ধের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে। অরাজকতাপ্রিয় দলগুলি পরস্পরের বিরুদ্ধে কিম্বা সরকারের বিরুদ্ধে কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। কিছু দেশের প্রাদেশিক ও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে তীব্র বৈরিতা তাদের সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত করছে। অধিকন্তু এই সব দেশে যেখানে বিপুল সংখ্যক অভিবাসীরা আশ্রয় নিয়েছে, সেখানে স্থানীয় ও নবাগতদের মধ্যে উত্তেজনা তৈরী হতে দেখা দিচ্ছে। ভেদাভেদের শিকার সমাজগুলি পূর্বের থেকে বেশি বিভাজিত হচ্ছে, আর তারা দ্রুত এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে যেখানে যে কোনও মুহূর্তে উত্তেজনার কারণে তারা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আন্তর্জাতিক স্তরে দৃষ্টি দিলে দেখবেন অধিকাংশ দেশ শক্তি ও কর্তৃত্ব অর্জনের জন্য পরস্পরের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব লাভের জন্য বা বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস ও মূল্যবোধের মানুষদেরকে নিজের ইচ্ছা অনুসারে পরিচালিত করার জন্য অন্যায়ভাবে তাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ, নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত রাখতে এবং বিরোধী দেশের উন্নতিতে বাধা দিতে ইতমধ্যেই অর্থনৈতিক এবং বানিজ্যিক যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটেছে। অধিকন্তু বিশ্ব এখন চিরাচরিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের গ্রাসেও পড়েছে, যার দ্বারা অপরাপর দেশগুলিকে পিষ্ট করে ফেলতে এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যতকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়ার জন্য ব্যপক ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্র প্রয়োগ করা হচ্ছে। আমরা নিজেদের শক্তি ও সম্পদের নেশায় মত্ত হয়ে বর্তমান যুগের নব-প্রজন্মের ভবিষ্যতকে এক অনন্ত অন্যায়-অত্যাচারের মাধ্যমে নির্মমভাবে ধ্বংস করে চলেছি। ভয় ও উদ্বেগের বিষয় হল আমরা যা কিছু আজ প্রত্যক্ষ করছি তা যে কোনও মুহূর্তে একটি আন্তর্জাতিক বিষয়ের সূত্রপাত ঘটাতে পারে। যার পরিণাম হবে আমাদের কল্পনার অতীত। সংক্ষেপে বলা যায় যে, পৃথিবীর এমন কোনও অংশ নেই যেটিকে শান্তিপূর্ণএবং ঝগড়া-বিবাদ মুক্ত বলা যেতে পারে। পরাশক্তিগুলি প্রায়শই দুর্বল দেশগুলিকে ইচ্ছানুসারে পরিচালিত করতে নিজেদের শক্তি ও সম্পদকে কাজে লাগায়। এমনকি অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলিও শক্তিধর দেশগুলির পৃষ্ঠপোষকতায় নিজ নিজ অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে অন্যায় ও অবিচারপূর্ণ আচরণ করে। এর সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিও নিজেদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য চরমপন্থা ও হত্যার পথ অবলম্বন করে থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অনুরূপভাবে তথা-কথিত কিছু ধর্মীয় সংগঠন শক্তি ও সম্পদ অর্জনের জন্য, যা তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, ধর্মের নাম ভাঙিয়ে উগ্রবাদকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করে। এছাড়াও চরম দক্ষিনপন্থীরা ইউরোপসহ গোটা বিশ্বে শান্তির জন্য গভীর বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে। দক্ষিনপন্থীরা সাম্প্রতিককালে জাতীয়তাবাদের নামে সমাজের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র ও বহু জাতিবাদকে ধ্বংস করে নিজেদের বিদ্বেষপূর্ণ ও জাতি বৈষম্যমূলক মতবাদ চাপিয়ে দিতে চায়। নিজেদের জাতিগত পরিচয় রক্ষার তাগিদে এবং তাকে বাহ্যিক উপাদান থেকে মুক্ত রাখতে কিছু পক্ষপাতদুষ্ট মানুষ সেই সব অভিবাসীদের উপর আক্রমণ হানছে যারা সেখানে কয়েক দশক ধরে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছে আর একজন আদর্শ নাগরিক হিসেবে সেদেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য চেষ্টারত আছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কিছু দেশ ও সংগঠন নিজেদের কায়েমি স্বার্থের কারণে ন্যায় ও নৈতিকতার মূল নীতিকে বিসর্জন দিয়ে এবং অপরকে অগ্রাহ্য

যুগ খলীফার বাণী

"আপনাদের যাবতীয় চিন্তা জাগতিকতাকে ঘিরে যেন না হয়, বরং ধর্মের ক্ষেত্রে উন্নতিই যেন প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়। এর ফলে জাগতিকতা ও ধর্ম, উভয় দিকই লাভ হবে।"

(স্ক্যান্ডেনেভিয়ান জলসায় হুযুর আনোয়ার-এর বিশেষ বার্তা, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: **Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)**

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে। (সুনান আবু দাউদ)**

দোয়াপ্রার্থী: **Jaan Mohammad Sarkar & Family, Keshabpur (Murshidabad)**

করে পৃথিবীর অর্থনৈতিক বাজার ও বানিজ্য দখল করার কোনও সুযোগ হাতছাড়া করে না। সংক্ষেপে, যেরূপে আমি বর্ণনা করেছি, সারা বিশ্বে বিবাদ ছেয়ে গেছে, সমাজের স্তরে স্তরে যা চোখে পড়ে। এই কারণে প্রবৃত্তিগত ভাবে আমরা শান্তিকামী হলেও এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখতে পাচ্ছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি পৃথিবীর সংকটময় পরিস্থিতি সম্পর্কে বিগত কয়েক বছর থেকে বলে আসছি। কিন্তু এখন আরও অনেকেই পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে নিজেদের উদ্বেগ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। এখন আমি কয়েকজন ভূ-রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ, রাজনীতিক ও বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতি তুলে ধরব যারা এখন প্রকাশ্যে এই বিপদের কথা উল্লেখ করছেন এবং পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিচ্ছেন। যেমন, নিউইয়র্ক টাইমস-এর সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে রাষ্ট্রপুঞ্জে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ফ্রাঙ্কুইস ডিলেটর লেখেন, 'নিরাপত্তা পরিষদে বিগত পাঁচ বছরের আমার অভিজ্ঞতায় এই তিক্ত সত্য জেনেছি যে পৃথিবী ক্রমশ আরও বেশি বিপজ্জনক ও অনিশ্চয়তাপূর্ণ পরিস্থিতির শিকার হয়ে চলেছে। আমাদের চোখের সামনে ঘটে চলা বিশ্বব্যপী প্রযুক্তি-বিপ্লব ও চিনের উত্থানের ফলে শক্তির ভরকেন্দ্র পরিবর্তিত হচ্ছে। আমরা এটাও দেখছি যে, পরাশক্তিগুলির মধ্যে প্রতিস্পর্ধা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা এখন পৃথিবীতে এক নতুন কলহ প্রত্যক্ষ করছি।"

হুযুর আনোয়ার বলেন: পরাশক্তিগুলি বাহ্যত দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে পৃথিবীর বর্তমান ব্যবস্থাকে বজায় রাখতে কিম্বা এক নতুন ও উন্নত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় রত আছে। কিন্তু এর বিপরীতে এখানকার পাশ্চাত্যের একজন বরিষ্ঠ রাজনীতিক, যিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল আছেন, তিনি প্রকাশ্যে স্বীকার করছেন যে, এই পরাশক্তিগুলি পৃথিবীকে আরও এক নতুন বিশৃঙ্খলার দিকে পরিচালিত করছে। ফ্রান্সের রাষ্টদূত আরও বলেন, " যাবতীয় প্রকারের আন্তর্জাতিক সংকট নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। একই জিনিস আমরা সিরিয়ায় লক্ষ্য করেছি। তাই ইরান, উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিন চিন সাগরের বিষয়ে আমরা যেন অনুরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে না দিই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদিও একথা সঠিক যে, সিরিয়া এবং ইরান মুসলিম দেশ, কিন্তু উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ চিন সাগরের বিবাদে লিপ্ত দেশগুলির সঙ্গে ইসলামের কোনও সম্পর্ক নেই। কাজেই, একথা কোনও ক্রমেই বলা যেতে পারে না যে, পৃথিবীর যাবতীয় বিবাদ ও অশান্তির মূলে কেবল মুসলমানরা বা মুসলমান দেশগুলিই রয়েছে। যেরূপ একটিও প্রচলিত ধারণা রয়েছে। এই প্রতিবেদনে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইউরোপের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি লেখেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইউরোপের ঐতিহাসিক দায়িত্ব রয়েছে আর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এমন যোগ্যতা ইউরোপের রয়েছে। পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে এবং পৃথিবীর শক্তির ভরকেন্দ্র স্থির রাখতে নিজেদের ভূমিকা পালনে ইউরোপ দায়বদ্ধ।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কিছুকাল পূর্বে এক জার্মান রাজনীতিক-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছিল, যিনি এমন একটি সংগঠনের জন্য কাজ করছিলেন যেটিকে জার্মান সরকার স্থাপন করেছিল শরণার্থী ও স্থানীয় মানুষদের মাঝে সম্পর্ক ও সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে। আমি তাঁকে বলেছিলাম এই সমস্যার সমাধান শুধুমাত্র জার্মানী বা কোনও একটি দেশের সাধ্যের মধ্যে নেই। তারা যদি পৃথিবীতে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি চান তবে সমগ্র ইউরোপকে সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। বিল ক্লিন্টন সরকারের আমলে হোয়াইট হাউসে নিযুক্ত আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অর্থনীতিবিদ প্রফেসর নুরিয়েল রওবিনি সাম্প্রতিক একটি কলামে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সম্পর্ক নিয়ে লেখেন- আন্তর্জাতিক স্তরে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে শীত-যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শীত-যুদ্ধের তুলনায় অনেক বেশি হবে।' তিনি আরও লেখেন, ব্যাপক আকারে শীত-যুদ্ধ পৃথিবীর বিশ্বায়নকে ধ্বংস করার সূত্রপাত ঘটাতে পারে, কিম্বা অন্ততঃপক্ষে পৃথিবীকে অর্থনৈতিকভাবে দুটি পরস্পর বিরোধী জোটে বিভক্ত করবে। উভয় পরিস্থিতিতে, ব্যবসা-বাণিজ্য, পুঁজিবাদ, চাকুরী, প্রযুক্তি এবং তথ্য ভীষণভাবে সংকুচিত হয়ে পড়বে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই কলামে বিশ্বের পরাশক্তিগুলির বাণিজ্য-যুদ্ধের ক্ষতিকারক দিকটির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। যদিও কিছু দিন পূর্বে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, কিন্তু সেই চুক্তি কতটা সফল হয় তা দেখার বিষয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদিও বাণিজ্য-যুদ্ধ অপ্রাসঙ্গিক এবং বিবেচনাহীন সিদ্ধান্ত, কিন্তু আমার সব থেকে বড় ভয় হল, হয়তো পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। এই যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম মানবীয় কল্পনার উর্দ্ধে আর ভবিষ্যত প্রজন্ত পর্যন্ত এর প্রভাব প্রসারিত হবে। এখন তো আরও অনেকেই এই আশঙ্কা ব্যক্ত করছেন। ব্লুমবার্গে জর্জ মেসন ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির প্রফেসর টাইলের কাওয়ে লেখেন, আজকের বিশ্বের অত্যন্ত তিক্ত বাস্তব হল যুবক শ্রেণী পারমাণবিক বোমার ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত নয়। জলবায়ু পরিবর্তনকে বড় বিপদ হিসেবে মনে করা হচ্ছে, অপরদিকে পারমাণবিক যুদ্ধকে অতীতের বিপদ বলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু এর বিপরীতে আমার মতে পারমাণবিক যুদ্ধ আজকের বিশ্বের সব থেকে বড় সমস্যা। নিঃসন্দেহে এই বিপদ অনেক সময় ততটা বড় হয়ে প্রতীয়মান হয় না।

তিনি আরও লেখেন, কিছু ছোট দেশও পরমাণু অস্ত্র মজুত রেখেছে, আরও অনেক দেশও তা অর্জন করার চেষ্টা করছে। এইরূপে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, কেবল একটি দেশ পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র চালানা করলেই পৃথিবীর অবস্থা চিরতরে বদলে যাবে।

Duetsche-Welle পত্রিকায় প্রকাশিত সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা অনুসারে জার্মানীর অধিকাংশ মানুষ যে বিষয়টি নিয়ে সব সময় উদ্বিগ্ন থাকে, সেটি হল জলবায়ু পরিবর্তন। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে উপরোক্ত প্রফেসর সাহেবের মতের সঙ্গে একমত যে, আজকের সব থেকে বড় সমস্যা হল যুদ্ধ, বিশেষ করে পারমাণবিক যুদ্ধ।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এবছরই জার্মানের সাবেক বিদেশমন্ত্রী সিগমার গ্যাবরেলও পরমাণু অস্ত্রের প্রসার প্রসঙ্গে নিজের আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং রাশিয়া পরমাণু বোমার ময়দানে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এখন এক নতুন পরমাণু প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া নিজেদের পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র ইউরোপে স্থাপন করবে, এমন সম্ভাবনাও রয়েছে। আর সেক্ষেত্রে ইউরোপীয় দেশগুলিরই সব থেকে বেশি ক্ষতি হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অনুরূপভাবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে পরিস্থিরি ব্যপক অবনতি হচ্ছে। তাদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। কেউই এমন দাবি করতে পারবে না যে, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের মাঝে যুদ্ধ হলে সেটি কোনও ধর্মীয় যুদ্ধ হবে। এটি একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ হবে যে কিভাবে এমন আক্রমণাত্মক ভাবগতির কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ঝুঁকির সম্মূখীন। রাজনীতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে যদি যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধ বাধে, তবে এর ফলে কেবল দুটি দেশই প্রভাবিত হবে না, বরং অন্যান্য দেশের উপরও এর প্রভাব পড়বে। নিঃসন্দেহে জার্মানী ও অন্যান্য দেশও এই যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে অংশ পাবে। এই কারণে জার্মান সরকার এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশকে অবশ্যই এই পরিস্থিতির সমাধানের জন্য কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। এছাড়াও বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক মন্দার দশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ায় ইউরোপীয় দেশগুলি যেন একথা ভেবে না বসে যে, তাদের দেশের অর্থনীতি নিরাপদ রয়েছে বা তাদের পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনা উন্নতি করছে। এমনকি পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদরাও এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ত্রুটি চিহ্নিত করছেন। উদাহরণস্বরূপ প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ পল কেয়ার্নস সম্প্রতি অর্থনীতি বিষয়ক একটি পত্রিকায় প্রকাশিত কলামে লিখেছেন, আমরা সকলে পুঁজিবাদি অর্থব্যবস্থার লাভ অর্জন করে ফেলেছি, কিন্তু এখন এই ব্যবস্থাপনার সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে যাতে এটি সক্রিয় থাকে। এটিকে লাভের ভিত্তিতেই নয় বরং সামাজিক মূল্যবোধ অনুসারে পরিচালিত করতে হবে। এই কারণে পুঁজিবাদি ব্যবস্থাপনা এখন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে আর মানুষ অনুভব করতে আরম্ভ করেছে যে, এর মধ্যে সমূহ বিপদ ও অবিচার নিহিত রয়েছে। কাজেই ইউরোপীয় দেশসমূহ ও অন্যান্য শক্তিশালী দেশগুলিকে গর্ব বশতঃ এমনটি ধরে নেওয়া উচিত নয় যে, তাদের ব্যবস্থাপনা চিরন্তর চলতে থাকবে। বরং তাদেরকে এবিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে যে, বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেন সাম্য ও ন্যায়কে অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আরও একটি ভয়াবহ সমস্যা যা ইউরোপে অনিশ্চয়তার বাতাবরণকে জাগিয়ে রেখেছে সেটি হল ব্রেক্সিট এবং এর পরিণামে উদ্ভুত জটিলতা। সম্প্রতি ডাচ ওয়েলে পত্রিকা ইউরোপের উপর ব্রেক্সিটের প্রভাব নিয়ে বিশ্লেষণ করেছিল। প্রতিবেদনে একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, হার্ড ব্রেক্সিটের পরিণামে সব থেকে বেশি প্রভাবিত হবে জার্মানী। এদেশের প্রযুক্তি ও গাড়ি শিল্পের উপর এর ব্যপক প্রভাব পড়বে। কেবল জার্মানীতেই লক্ষ লক্ষ চাকুরী হারানোর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। (ক্রমশঃ.....)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 13 Feb , 2020 Issue No.7

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

খুতবার শেষাংশ ....

বেশি আত্মাভিমানী আর আল্লাহ্ আমার চেয়েও বেশি আত্মাভিমানী। আল্লাহ্ তাঁর আত্মাভিমানের কারণেই যাবতীয় অশ্লীলতা নিষিদ্ধ করেছেন– তা প্রকাশ্যই হোক বা গোপনীয়; আর কোন ব্যক্তিই আল্লাহ্র চেয়ে বেশি আত্মাভিমানী নয়, আর কেউ-ই আল্লাহ্র চেয়ে বেশি ক্ষমা প্রার্থনাকে ভালোবাসে না; (আল্লাহ্র চেয়ে বেশি আত্মাভিমানীও কেউ নয়, আর আল্লাহ্ ক্ষমা প্রার্থনা করাকে যতটা ভালোবাসেন, তওবা করাকে ভালোবাসেন, মার্জনাকে পছন্দ করেন– কেউ-ই এক্ষেত্রে আল্লাহ্র চেয়ে অগ্রগামী হতে পারে না।)' তিনি (সা.) বলেন, 'এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা রসূলদেরকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে আবির্ভূত করেছেন; (তারা সুসংবাদও দেন, সতর্কও করেন), আর কেউ-ই প্রশংসা-কীর্তনকে আল্লাহ্র চেয়ে বেশি পছন্দ করে না। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। (সহী মুসলিম, কিতাবুল লুআন, হাদীস-৩৭৬৪)

(আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণ-কীর্তনের সংজ্ঞা হলো, সকল প্রকার মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকা, আর এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'লা জান্নাতেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।) অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রেও তাড়াহুড়া করেন না। মানুষ হলে বলে দিত, আমার আত্মাভিমান জেগে উঠেছিল তাই কালবিলম্ব করি নি। তওবাকারীদেরকে (তিনি) ক্ষমাও করেন (আবার) পুরস্কারেও ভূষিত করেন। আর শুধু ক্ষমাই করেন না, বরং পুরস্কারও প্রদান করে থাকেন। অতএব তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার যে বিধান রয়েছে তা লঙ্ঘন করো না বরং আল্লাহ্ তা'লার বিধানের মধ্যেই থাকা উচিত।

মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের হাদীসে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তাকে বলেন, অমুক গোত্রের সদকার নিগরানী বা তত্ত্বাবধান কর কিন্তু লক্ষ্য রাখবে, কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় যেন উপস্থিত না হও যে, নিজের কাঁধের ওপর কোন প্রাপ্তবয়স্ক উট চাপানো রয়েছে আর সেটি কিয়ামতের দিন (বিকট) চিৎকার করতে থাকবে। তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! তাহলে এই দায়িত্ব অন্য কারো ওপর ন্যস্ত করুন। তিনি (সা.) এ কাজের দায়িত্বভার তার প্রতি অর্পণ করেন নি।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪৭৩)

মোটকথা, অর্থাৎ নিগরান বা তত্ত্বাবধায়ককে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে, সুবিচার করতে হবে আর কোন ধরনের আত্মসাৎ বা বিশ্বাসঘাতকতা করা যাবে না আর যদি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় এবং সুবিচার করা না হয়, দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা না হয় তাহলে এটি অনেক বড় পাপ আর কিয়ামত দিবসে এজন্য জবাবদিহি করতে হবে।

মহানবী (সা.)-এর যুগে ছয়জন আনসার সাহাবী পবিত্র কুরআন সংকলন করেছিলেন, যাদের মধ্যে হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫০৩)

এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আনসারদের মধ্য থেকে যারা প্রসিদ্ধ হাফেয ছিলেন তাদের নাম হলো, হযরত উবাদাহ্ বিন সামেত, হযরত মুআয, হযরত মুজাম্মে' বিন হারেসা, হযরত ফাযালা বিন উবায়েদ, হযরত মুসলেমা বিন মুখাল্লাদ, হযরত আবু দারদা, হযরত আবু যায়েদ, হযরত যায়েদ বিন সাবেত, উবাই বিন কা'ব এবং হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্, উম্মে ওরাকা। তিনি লিখেছেন, ইতিহাস থেকে এটি প্রমাণিত যে, সাহাবীদের মধ্য থেকে অনেকেই পবিত্র কুরআনের হাফেয ছিলেন।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৪৩০)

তার সম্পর্কে অল্প কিছু বিবরণ রয়ে গেছে, তা ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে উল্লেখ করা হবে।

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা নিজেদের মনকে সরল করিয়া এবং জিহ্বা চক্ষু ও কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

২ পাতার শেষাংশ

খোদাতা'লার ভালোবাসা যেন তাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়।"

(বার্তা সালানা ইজতেমা লাজনা ও নাসেরাত ভারত ২০০৭)

তরবিয়্যতের উত্তম মাধ্যম হল সৎ লোকদের সঙ্গে থাকা। আল্লাহতা'লা কোরআন করীমের মধ্যে বলেন ; كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (সূরা তওবা : ১১৯) অর্থাৎ সৎ লোকদের সঙ্গ অবলম্বন কর। হজরত আকদাস মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন :- "আত্মা ও চরিত্রের পবিত্রতা অর্জন করার একটা বড় মাধ্যম হল সৎ সঙ্গ অবলম্বন করা। যার প্রতি আল্লাহতা'লা ইঙ্গিত করে বলেছেন যে, كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ অর্থাৎ তোমরা খোদার সত্য এবং পবিত্র লোকেদের বন্ধুত্ব অবলম্বন কর, যেন তাদের সততার জ্যোতি হতে তোমরাও অংশ লাভ কর।" *(মালফুযাত)*

হুজুর মায়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন : -

"বাচ্চাদের পার্থিব শিক্ষা ছাড়া মসজিদের সঙ্গে (জামাতের) ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করুন, যেন তারা উত্তম পরিবেশ প্রাপ্ত হয়। এমন পরিবেশ যা খোদা এবং খোদার রসূলের (সাঃ) ভালোবাসা অন্তরে সৃষ্টিকারী হয়। উত্তম চরিত্র প্রদানকারী হয়। এখন আপনারা তো এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন যারা এখানে ইংল্যান্ডে বসবাসকারী রয়েছেন যে হজরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে (রহঃ)- এর হিজরতের পর যে সমস্ত বাচ্চারা মসজিদে আসা আরম্ভ করে তারা জামাতের ব্যবস্থাপনা হতে, হুজুরের সঙ্গ হতে লাভবান হয়েছে, তাদের রূপরেখা বদলে গেছে এবং তারা আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় দিক হতে সফলতা লাভ করেছে এবং সমস্ত পিতা-মাতার এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং দ্বিধাহীন ভাবে তারা স্বীকার করে।" *(জলসা সালানা ইংল্যান্ড ২০০৩)*

তিনি বলেন : " বাচ্চাদের তরবিয়্যতের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক.....তাদের পরিবেশের উপর দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন রয়েছে। .....বাচ্চাদের ঘরের মধ্যে এমন পরিবেশ দান করুন যে, তারা যেন বেশিরভাগ সময় পিতা-মাতার সঙ্গে সময় অতিবাহিত করে। কিন্তু এটাও ঠিক যে, বাচ্চাদের স্কুলেও যেতে হবে, খেলতেও হবে, বন্ধুদের সঙ্গেও উঠা-বসা করতে হবে। বন্ধু এবং পরিবেশও বাচ্চাদের চরিত্রের উপর বড় প্রভাব বিস্তারকারী হয়ে থাকে।"

একটা হাদিস যা হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত- যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন : মানুষ তার বন্ধুর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যেন প্রত্যেকে খেয়াল রাখে যে, সে কাকে বন্ধু বানাচ্ছে। *(জামে তিরমিজি)*

হুজুর আনোয়ার মায়েদেরকে তাদের দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন :-

".. ...আল্লাহতা'লার জামাতের প্রতি এটাও বড় অনুগ্রহ যে জামাতের কল্যাণে, একটা ব্যবস্থাপনার কল্যাণে আমরা জামাত ও অঙ্গ সংগঠনের ব্যবস্থাপনা প্রাপ্ত হয়েছি। তরবিয়্যতি ক্লাস রয়েছে, ইজতেমা রয়েছে, জলসা ইত্যাদি রয়েছে, যেখানে বাচ্চাদের তরবিয়্যতের ব্যবস্থাও রয়েছে। .....এ জন্য নোংরা পরিবেশ হতে বাঁচানোর জন্য আবশ্যিক যে, বাচ্চাদের জামাতীয় ব্যবস্থাপনার পরিবেশে বেঁধে রাখুন।" (জলসা সালানা ইউ. কে. ২০০৩)

অতঃপর আবশ্যিক যে, বাচ্চাদের তরবিয়্যতের জন্য বাচ্চাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরী করা হোক। হুজুর বলেন, "সমাজ ও পরিবেশের মধ্যে পিতা-মাতার সন্তানদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং প্রত্যেক কথা যা বাচ্চাদের সঙ্গে আলোচনা করা একান্ত জরুরী। কেননা শুধুমাত্র নিজেদের পরিবেশ ও প্রোগ্রামের বিষয় নয় বরং বাচ্চারা ঘরের বাইরে অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে যে সময় অতিবাহিত করে সেখানেও সে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা শুনে থাকে ও শেখে। যদি পিতা-মাতার সঙ্গে সেই সমস্ত কথা বিনিময় না করে থাকে, তাহলে ভালোমন্দের পার্থক্য তারা করতে পারবে না। অতঃপর তাদের মধ্যে এই সঙ্কোচ ও লজ্জার কারণে একটা দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকবে, যাকে দূর করা খুবই দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে।" *(জলসা সালানা ইউ. কে. ২০১৮) (ক্রমশ:....)*

যুগ খলীফার বাণী

"দোয়া, সদকা ও দানের মাধ্যমে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ এমন এক প্রমানিত সত্য, যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী দ্বারা স্বীকৃত।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir